শৈশব সঙ্গীত।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯১।

মূল্য এক টাকা।

শৈশব সঙ্গীত।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯১।

B
891.441
T479s

15227
17.12.64

ভূমিকা।

এই গ্রন্থে আমার তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের কবিতাগুলি প্রকাশ করিলাম, সুতরাং ইহাকে ঠিক শৈশব-সঙ্গীত বলা যায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু নামের জন্য বেশী কিছু আসে যায় না। কবিতা গুলির স্থানে স্থানে অনেকটা পরিত্যাগ করিয়াছি, সাধারণের পাঠ্য হইবে না বিবেচনায় ছাপাই নাই। হয়ত বা এই গ্রন্থে এমন অনেক কবিতা ছাপা হইয়া থাকিবে যাহা ঠিক প্রকাশের যোগ্য নহে। কিন্তু লেখকের পক্ষে নিজের লেখা ঠিকটি বুঝিয়া উঠা অসম্ভব ব্যাপার—বিশেষতঃ বাল্যকালের লেখার উপর কেমন-একটু বিশেষ মায়া থাকে যাহাতে কতকটা অন্ধ করিয়া রাখে। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি আমি যাহার বিশেষ কিছু-না-কিছু গুণ না দেখিতে পাইয়াছি তাহা ছাপাই নাই।

গ্রন্থকার।

উপহার।

এ কবিতা গুলিও তোমাকে দিলাম। বহুকাল হইল, তোমার কাছে বসিয়াই লিখিতাম, তোমাকেই শুনাইতাম। সেই সমস্ত স্নেহের স্মৃতি ইহাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। তাই, মনে হইতেছে তুমি যেখানেই থাক না কেন, এ লেখা গুলি তোমার চোখে পড়িবেই।

সূচীপত্র।

বিষয়			পৃষ্ঠা।
ফুলবালা (গাথা)	...	...	১
অতীত ও ভবিষ্যত	...	...	৩৪
দিকবালা	...	...	৩৮
প্রতিশোধ (গাথা)	...	...	৪২
ছিন্ন লতিকা	...	...	৫৫
ভাবতী-বন্দনা	...	...	৫৬
লীলা (গাথা)	...	...	৬০
ফুলের ধ্যান	...	...	৭১
অপ্সরা-প্রেম (গাথা)	...	...	৭৩
প্রভাতী	...	...	৯৬
কামিনী ফুল	...	...	৯৮
লাজময়ী	...	...	১০০
প্রেম-মরীচিকা	...	...	১০১
গোলাপ-বালা	...	...	১০২
হর-হৃদে কালিকা	...	...	১০৫
ভগ্নতরী (গাথা)	...	...	১০৮
পথিক	...		১৩১

শৈশব সঙ্গীত।

ফুলবালা।

গাথা।

তরল জলদে বিমল চাঁদিমা
 সুধার ঝরণা দিতেছে ঢালি।
মলয় ঢলিয়া কুসুমের কোলে
 নীরবে লইছে সুরভি ডালি।
যমুনা বহিছে নাচিয়া নাচিয়া,
 গাহিয়া গাহিয়া অফুট গান;
থাকিয়া থাকিয়া, বিজনে পাপীয়া
 কানন ছাপিয়া তুলিছে তান।
পাতায় পাতায় লুকায়ে কুসুম,
 কুসুমে কুসুমে শিশির দুলে,
শিশিরে শিশিরে জোছনা পড়েছে,
 মুকুতা গুলিন সাজায়ে ফুলে।

তটের চরণে তটিনী ছুটিছে,
ভ্রমর লুটিছে ফুলের বাস,
সেঁউতি ফুটিছে, বকুল ফুটিছে
ছড়ায়ে ছড়ায়ে সুরভি শ্বাস।
কুহরি উঠিছে কাননে কোকিল,
শিহরি উঠিছে দিকের বালা,
তরল লহরী গাঁথিছে আঁচলে
ভাঙ্গা ভাঙ্গা যত চাঁদের মালা।
ঝোপে ঝোপে ঝোপে লুকায়ে আঁধার
হেথা হোথা চাঁদ মারিছে উঁকি।
সুধীরে আঁধার ঘোমটা হইতে
কুসুমের থোলো হাসে মুচুকি।
এস কল্পনে! এ মধুর রেতে
দুজনে বীণায় পুরিব তান।
সকল ভুলিয়া হৃদয় খুলিয়া
আকাশে তুলিয়া করিব গান।
হাসি কহে বালা "ফুলের জগতে
যাইবে আজিকে কবি?
দেখিবে কত কি অদ্ভুত ঘটনা,
কতকি অদ্ভুত ছবি!

চারিদিকে যেথা ফুলে ফুলে আলা
　উড়িছে মধুপ-কুল।
ফুল দলে দলে ভ্রমি ফুল-বালা
　ফুঁ দিয়া ফুটায় ফুল।
দেখিবে কেমনে শিশির সলিলে
　মুখ মাজি ফুলবালা
কুসুম রেণুর সিঁদুর পরিয়া
　ফুলে ফুলে করে খেলা।
দেহখানি ঢাকি ফুলের বসনে,
　প্রজাপতি পরে চড়ি,
কমল-কাননে কুসুম-কামিনী
　ধীরে ধীরে যায় উড়ি।
কমলে বসিয়া মুচুকি হাসিয়া
　দুলিছে লহরী ভরে,
হাসি মুখখানি দেখিছে নীরবে
　সরসী আরসি পরে।
ফুল কোল হতে পাপড়ি খসায়ে
　সলিলে ভাসায়ে দিয়া,
চড়ি সে পাতায় ভেসে ভেসে যায়
　ভ্রমরে ডাকিয়া নিয়া।

কোলে ক'রে লয়ে ভ্রমরে তখন
গাহিবারে কহে গান।
গান গাওয়া হলে হরষে মোহিনী
ফুল মধু করে দান।
দুই চারি বালা হাত ধরি ধরি
কামিনী পাতায় বসি
চুপি চুপি চুপি ফুলে দেয় দোল
পাপড়ি পড়য়ে খসি।
দুই ফুলবালা মিলিবা কোথায়
গলা ধরাধরি করি
ঘাসে ঘাসে ঘাসে ছুটিয়া বেড়ায়
প্রজাপতি ধরি ধরি।
কুসুমের পরে দেখিয়া ভ্রমরে
আবরি পাতার দ্বার
ফুল ফাঁদে ফেলি পাখায় মাথায়
কুসুম রেণুর ভার।
ফাঁফরে পড়িয়া ভ্রমর উড়িয়া
বাহির হইতে চায়,
কুসুম রমণী হাসিয়া অমনি
ছুটিয়ে পালিয়ে যায়।

ডাকিয়া আনিয়া সবারে তখনি
প্রমোদে হইয়া ভোর
কহে হাসি হাসি করতালি দিয়া
"কেমন পরাগ চোর !"
এত বলি ধীরে কলপনা রাণী
বীণায় আভানি তান
বাজাইল বীণা আকাশ ভরিযা
অবশ করিয়া প্রাণ !
গভীর নিশীথে সুদূর আকাশে
মিশিল বীণার রব,
ঘুম ঘোরে আঁখি মুদিয়া রহিল
দিকের বালিকা সব।
ঘুমায়ে পড়িল আকাশ পাতাল,
ঘুমায়ে পড়িল স্বরগ বালা,
দিগন্তের কোলে ঘুমায়ে পড়িল
জোছনা মাখানো জলদ মালা।
একি একি ওগো কলপনা সখি।
কোথায় আনিলে মোরে !
ফুলের পৃথিবী—ফুলের জগৎ—
স্বপন কি ঘুম ঘোরে ?

হাসি কলপনা কহিল শোভনা
"মোর সাথে এস কবি!
দেখিবে কতকি অদ্ভুত ঘটনা
কতকি অদ্ভুত ছবি!
ওই দেখ ওই ফুল বালা গুলি
ফুলের সুরভি মাখিয়া গায়
শাদা শাদা ছোট পাখা গুলি তুলি
এফুলে ওফুলে উড়িয়া যায়!
এ ফুলে লুকায় ও ফুলে লুকায়
এ ফুলে ও ফুলে মারিছে উঁকি,
গোলাপের কোলে উঠিয়া দাঁড়ায়
ফুল টলমল পড়িছে ঝুঁকি।
ওই হোথা ওই ফুল-শিশু সাথে
বসি ফুল বালা অশোক ফুলে
দুজনে বিজনে প্রেমের আলাপ
কহে চুপি চুপি হৃদয় খুলে।
কহিল হাসিয়া কলপনা বালা
দেখায়ে কতকি ছবি;
"ফুল বালাদের প্রেমের কাহিনী
শুনিবে এখন কবি?"

এতেক শুনিয়া আমরা দুজনে
　বসিনু চাঁপার তলে,
সুমুখে মোদের কমল কানন
　নাচে সরসীর জলে।
এ কি কলপনা, একিলো তরুণী
　দুরন্ত কুসুম শিশু,
ফুলের মাঝারে লুকায়ে লুকায়ে
　হানিছে ফুলের ইষু।
চারিদিক হতে ছুটিয়া আসিয়া
　হেরিয়া নূতন প্রাণী
চারিধার ঘিরি রহিল দাঁড়ায়ে
　যতেক কুসুম-রাণী!
গোলাপ মালতী, শিউলী সেঁউতি
　পারিজাত নরগেশ,
সব ফুলবাস মিলি এক ঠাঁই
　ভরিল কানন দেশ।
চুপি চুপি আসি কোন ফুল শিশু
　ঘা মারে বীণার পরে,
ঝন্ করি যেই বাজি উঠে তার
　চমকি পলায় ডরে।

অমনি হাসিয়া কলপনা সখি
বীণাটি লইয়া করে,
ধীরি ধীরি ধীরি মৃদুলমৃদুল
বাজায় মধুর স্বরে।
অবাক্ হইয়া ফুলবালাগণ
মোহিত হইয়া তানে
নীরব হইয়া চাহিয়া রহিল
শোভনার মুখ পানে।
ধীরি ধীরি সবে বসিয়া পড়িল
হাত খানি দিয়া গালে,
ফুলে বসি বসি ফুল শিশুগণ
দুলিতেছে তালে তালে।
হেন কালে এক আসিয়া ভ্রমর
কহিল তাদের কানে—
"এখনো রয়েছে বাকী কত কাজ
বসে আছ এই খানে?
রঙ্গ্ দিতে হবে কুসুমের দলে
ফুটাতে হইবে কুঁড়ি
মধুহীন কত গোলাপ কলিকা
রয়েছে কানন জুড়ি।"

অমনি যেনরে চেতন পাইয়া
যতেক কুসুম বালা,
পাখাটি নাড়িয়া উড়িয়া উড়িয়া
পশিল কুসুম শালা।
মুখ ভারি করি ফুলশিশু দল,
তুলিকা লইয়া হাতে,
মাখাইয়া দিল কত কি বরণ
কুসুমের পাতে পাতে।
চারি দিকে দিকে ফুল শিশুদল
ফুলের বালিকা কত
নীরব হইয়া রয়েছে বসিয়া
সবাই কাজেতে রত।
চারিদিক এবে হইল বিজন,
কানন নীরব ছবি,
ফুলবালাদের প্রেমের কাহিনী
কহে কলপনা দেবী।

আজি পূর্ণিমা নিশি,
তারকা-কাননে বসি
অলস-নয়নে শশি
　　মৃদু-হাসি হাসিছে।
পাগল পরাণে ওর
লেগেছে ভাবের ঘোর,
যামিনীর পানে চেয়ে
　　কি যেন কি ভাষিছে!
কাননে নিঝর ঝরে
মৃদু কল কল স্বরে,
অলি ছুটাছুটি করে
　　গুন্ গুন্ গাহিয়া!
সমীর অধীর-প্রাণ
গাইয়া উঠিছে গান,
তটিনী ধরেছে তান,
　　ডাকি উঠে পাপিয়া।
সুখের স্বপন মত
পশিছে সে গান যত—
ঘুমঘোরে জ্ঞান হত
　　দিক-বধূ শ্রবণে,—

সমীর সভয় হিয়া
মৃদু মৃদু পা টিপিয়া
উঁকি মারি দেখে গিয়া
লতা-বধূ-ভবনে !
কুসুম-উৎসবে আজি
ফুলবালা ফুলে সাজি,
কত না মধুপ রাজি
এক ঠাঁই কাননে!
ফুলের বিছানা পাতি
হরযে প্রমোদে মাতি
কাটাইছে সুখ-রাতি
নৃত্য-গীত-বাদনে !

ফুল-বাস পরিয়া
হাতে হাতে ধরিয়া
নাচি নাচি ঘুরি আসে কুসুমের রমণী,
চুল গুলি এলিয়ে
উড়িতেছে খেলিয়ে
ফুল-রেণু ঝরি ঝরি পড়িতেছে ধরণী।

ফুল-বাঁশী ধরিয়ে
মৃদু তান ভরিয়ে
বাজাইছে ফুল-শিশু বসি ফুল-আসনে।
ধীরে ধীরে হাসিয়া
নাচি নাচি আসিয়া
তালে তালে করতালি দেয় কেহ সঘনে।
কোন ফুল রমণী
চুপি চুপি অমনি
ফুল-বালকের কানে কথা যায় বলিয়ে,
কোথাও বা বিজনে
বসি আছে দুজনে
পৃথিবীর আর সব গেছে যেন ভুলিয়ে!
কোন ফুল বালিকা
গাঁথি ফুল-মালিকা
ফুল-বালকের কথা এক মনে শুনিছে,
বিব্রত শরমে,
হরষিত মরমে,
আনত আননে বালা ফুল দল গুণিছে!

দেখেছ হোথায় অশোক বালক
মালতীর পাশে গিয়া,
কহিছে কত কি মরম-কাহিনী
খুলিয়া দিয়াছে হিয়া।
ভ্রুকুটি করিয়া নিদয়া মালতী
যেতেছে সুদূরে চলি,
মৃদু-উপহাসে সরল প্রেমের
কোমল-হৃদয় দলি।
অধীর অশোক যদি বা কখনো
মালতীর কাছে আসে,
ছুটিয়া অমনি পলায় মালতী
বসে বকুলের পাশে।
থাকিয়া থাকিয়া সরোষ ভ্রূকুটি
অশোকের পানে হানে—
ভ্রূকুটি সে-গুলি বাণের মতন
বিঁধিল অশোক-প্রাণে।
হাসিতে হাসিতে কহিল মালতী
বকুলের সাথে কথা,
মলিন অশোক রহিল বসিয়া
হৃদয়ে বহিয়া ব্যথা।

দেখ দেখি চেয়ে মালতী হৃদয়ে
কাহারে সে ভাল বাসে!
বল দেখি মোরে, হৃদয় তাহার
রয়েছে কাহার পাশে?
ওই দেখ তার হৃদয়ের পটে
অশোকেরি নাম লিখা!
অশোকেরি তরে জ্বলিছে তাহার
প্রণয়-অনল-শিখা!
এই যে নিদয় চাতুরী সতত
দলিছে অশোক-প্রাণ—
অশোকের চেয়ে মালতী-হৃদয়ে
বিঁধিছে তাহার বাণ।
মনে মনে করে কত বার বালা,
অশোকের কাছে গিয়া—
কহিবে তাহারে মরম কাহিনী
হৃদয় খুলিয়া দিয়া।
ক্ষমা চাবে গিয়া পায়ে ধোরে তার,
খাইয়া লাজের মাথা—
পরাণ ভরিয়া লইবে কাঁদিয়া—
কহিবে মনের ব্যথা।

তবুও কি যেন আটকে চরণ
 সরমে সরে না বাণী,
বলি বলি করি বলিতে পারেনা
 মনো-কথা ফুল-রাণী।
মন চাহে এক ভিতরে ভিতরে—
 প্রকাশ পায় যে আর,
সামালিতে গিয়া নারে সামালিতে
 এমন জ্বালা সে তার!
মলিন অশোক ম্রিয়মান মুখে
 একেলা রহিল সেথা,
নয়নের বারি নয়নে নিবারি
 হৃদয়ে হৃদয়-ব্যথা।
দেখেনি কিছুই, শোনে নি কিছুই
 কে গায় কিসের গান,
রহিয়াছে বসি, বহি আপনার
 হৃদয়ে বিঁধানো বাণ।
কিছুই নাহি রে পৃথিবীতে যেন,
 সব সে গিয়েছে ভুলি,
নাহি রে আপনি—নাহি রে হৃদয়
 রয়েছে ভাবনা-গুলি।

ফুল-বালা এক, দেখিয়া অশোকে
আদরে কহিল তারে,
কেনগো অশোক—মলিন হইয়া
ভাবিছ-বসিয়া কারে ?
এত বলি তার ধরি হাত খানি
আনিল সভার পরে—
"গাওনা অশোক—গাও" বলি তারে
কত সাধাসাধি করে।
নাচিতে লাগিল ফুল-বালা দল—
ভ্রমর ধরিল তান—
মৃদু মৃদু মৃদু বিষাদের স্বরে
অশোক গাহিল গান।

গান।

গোলাপ ফুল—ফুটিয়ে আছে
মধুপ হোতা যাসনে—
ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে
কাঁটার ঘা খাস্‌নে!
হেথায় বেলা, হোথায় চাঁপা
শেফালী হোথা ফুটিয়ে—

ওদের কাছে মনের ব্যথা
　বল্‌রে মুখ ফুটিয়ে।
ভ্রমর কহে "হোথায় বেলা
　হোথায় আছে নলিনী—
ওদের কাছে বলিব নাকো
　আজিও যাহা বলিনি!
মরমে যাহা গোপন আছে
　গোলাপে তাহা বলিব,
বলিতে যদি জ্বলিতে হয়
　কাঁটারি ঘায়ে জ্বলিব!"

বিষাদের গান কেন গো আজিকে?
　আজিকে প্রমোদ-রাতি!
হরষের গান গাওগো অশোক
　হরষে প্রমোদে মাতি!
সবাই কহিল "গাওগো অশোক
　গাওগো প্রমোদ-গান
নাচিয়া উঠুক কুসুম-কানন
　নাচিয়া উঠুক প্রাণ!"

কহিল অশোক "হরষের গান
গাহিতে বোল' না আর—
কেমনে গাহিব? হৃদয় বীণায়
বাজিছে বিষাদ তার।
এতেক বলিয়া অশোক বালক
বসিল ভূমির পরে—
কে কোথায় সব, গেল সে ভুলিয়া
আপন ভাবনা ভরে!
কিছু দিন আগে—কি ছিল অশোক!
তখন আরেক ধারা,
নাচিয়া ছুটিয়া এখানে সেখানে
বেড়াত অধীর পারা!
নবীন-যুবক, শোহন-গঠন,
সবাই বাসিত ভাল—
যেখানে যাইত অশোক যুবক
সেখান করিত আলো!
কিছু দিন হ'তে এ কেমন ভাব—
কোথাও না যায় আর।
একলা-টি থাকে বিরলে বসিয়া
হৃদয়ে পাষাণ ভার!

অরুণ-কিরণ হইতে এখন
বরণ বাহির করি
রাঙায় না আর ললিত বসন
মোহিনী তুলিটি ধরি ;
পূরণিমা-রেতে জোছনা হইতে
অমিয় করিয়া চুরি
মধু নিরমিয়া নাহি রাখে আর
কুসুম পাতায় পুরি !

ক্রমশ নিভিল চাঁদের জোছনা
নিভিল জোনাক পাঁতি—
পূরবের দ্বারে উষা উঁকি মারে,
আলোকে মিশাল রাতি !
প্রভাত-পাখীরা উঠিল গাহিয়া
ফুটিল প্রভাত-কুসুম-কলি—
প্রভাত শিশিরে নাহিবে বলিয়া
চলে ফুল-বালা পথ উজলি'।
তার পর-দিন রটিল প্রবাদ
অশোক নাইক ঘরে

কোথায় অবোধ কুসুম-বালক
গিয়েছে বিষাদ-ভরে।
কুসুমে কুসুমে পাতায় পাতায়
খুঁজিয়া বেড়ায় সকলে মিলি—
কি হবে—কোথাও নাহিক অশোক
কোথায় বালক গেল রে চলি!

কহে কলপনা "খুঁজি চল গিয়া
অশোক গিয়াছে কোথা—
সুমুখে শোভিছে কুসুম-কানন
দেখ দেখি কবি হোথা!
ঘাড় উঁচু করি হোথা গরবিনী
ফুটেছে ম্যাগনোলিয়া—
কাননের যেন চখের সামনে
রূপরাশি খুলি দিয়া!
সাধাসাধি করে কত শত ফুল
চারি দিকে হেথা হোথা—
মুচকিয়া হাসে গরবের হাসি
ফিরিয়া না কয় কথা!

হ্যাদে দেখ কবি সরসী ভিতরে
কমল কেমন ফুটেছে!
এপাশে ওপাশে পড়িছে হেলিয়া—
প্রভাত সমীর উঠেছে!
ঘোমটা ভিতরে লোহিত অধরে
বিমল কোমল হাসি
সরসি-আলয় মধুর করেছে
সৌরভ রাশি রাশি!
নিরমল জলে নিরমল রূপে
পৃথিবী করিছে আলো
পৃথিবীর প্রেমে তবু নাহি মন,
রবিরেই বাসে ভাল!
কানন বিপিনে কত ফুল ফুটে
কিছুই বালা না জানে,
হৃদয়ের কথা কহে সুবদনী
সখীদের কানে কানে।
হোথায় দেখেছ লজ্জাবতী লতা
লুটায়ে ধরণী পরে,
ঘাড় হেঁট করি কেমন রয়েছে
মরম-সরম-ভরে।

দূর হতে তার দেখিয়া আকার
ভ্রমর যদিবা আসে
সরমে সভয়ে মলিন হইয়া
সোরে যায় এক পাশে !
গুণ গুণ করি যদিবা ভ্রমর
শুধায় প্রেমের কথা—
কাঁপে থর থর, না দেয় উতর,
হেঁট করি থাকে মাথা !
ওই দেখ হোথা রজনীগন্ধা
বিকাশে বিশদ বিভা,
মধুপে ডাকিয়া দিতেছে হাঁকিয়া
ঘাড় নাড়ি নাড়ি কিবা !

চমকিয়া কহে কল্পনা বালা—
দেখিয়া কানন ছবি
ভুলিয়ে গেলাম যে কাজে আমরা
এসেছি এখানে কবি !
ওই যে মালতী বিরলে বসিয়া
সুবাস দিয়াছে এলি,'

মাথার উপরে আটকে তপন
  প্রজাপতি পাখা মেলি!
এস দেখি কবি ওই খানটিতে
  দাঁড়াই গাছের তলে,
শুনি চুপি চুপি, মালতী-বালারে
  ভ্রমর কি কথা বলে!
কহিছে ভ্রমর "কুসুম-কুমারি—
  বকুল পাঠালে মোরে,
তাই ত্বরা ক'রে এসেছি হেথায়
  বারতা শুনাতে তোরে!
অশোক বালক কিযে হ'য়ে গেছে
  সে কথা বলিব কারে!
তোর মত হেন মোহিনী বালারে
  ভুলিতে কি কভু পারে?
তবু তারে আহা উপেখিয়া তুই
  র'বি কি হেথায় বোন?
পরাণ সঁপিয়া অশোক তবুকি
  পাবে নাকো তোর মন?
মনের হুতাশে আশারে পুড়ায়ে
  উদাস হইয়া গেছে,

কাননে কাননে খুঁজিয়া বেড়াই
কে জানে কোথায় আছে!
চমকি উঠিল মালতী-বালিকা
ঘুম হ'তে যেন জাগি,
অবাক হইয়া রহিল বসিয়া
কি জানি কিসের লাগি!
"চলিয়া গিয়াছে অশোক কুমার?"
কহিল ক্ষণেক পর,
"চলিয়া গিয়াছে অশোক আমার
ছাড়িয়া আপন ঘর?
তবে আর আমি—বিষাদ কাননে
থাকিব কিসের আশে?
যাইব অশোক গিয়েছে যেখানে
যাইব তাহার পাশে!
বনে বনে ফিরি বেড়াব খুঁজিয়া
শুধাব' লতার কাছে,
খুঁজিব কুসুমে খুঁজিব পাতায়
অশোক কোথায় আছে।
খুঁজিয়া খুঁজিয়া অশোকে আমার
যায় যদি যাবে প্রাণ—

আমা হ'তে তবু হবে না কখনো
প্রণয়ের অপমান !"

ছাড়ি নিজ বন চলিল মালতী,
চলিল আপন মনে,
অশোক বালকে খুঁজিবার তরে
ফিরে কত বনে বনে।
"অশোক" "অশোক" ডাকিয়া ডাকিয়া
লতায় পাতায় ফিরে,
ভ্রমরে শুধায়, ফুলেরে শুধায়
"অশোক এখানে কি রে ?"
হোথায় নাচিছে অমল সরসী
চল দেখি হোথা কবি—
নিরমল জলে নাচিছে কমল
মুখ দেখিতেছে রবি !
রাজহাঁস দেখ সাঁতারিছে জলে
শাদা শাদা পাখা তুলি,
পিঠের উপরে পাখার উপরে
বসি ফুল-বালা গুলি !

এখানেও নাই, চল যাই তবে—
ওই নিঝরের ধারে,
মাধবী ফুটেছে, শুধাই উহারে
বলিতে যদি সে পারে।
বেগে উথলিয়া পড়িছে নিঝর—
ফেন গুলি ধরি ধরি
ফুল শিশুগণ করিতেছে খেলা
রাশ রাশ করি করি!
আপনার ছায়া ধরিবারে গিয়া
না পেয়ে হাসিয়া উঠে—
হাসিয়া হাসিয়া হেথায় হোথায়
নাচিয়া খেলিয়া ছুটে!
ওগো ফুলশিশু! খেলিছ হোথায়
শুধাই তোমার কাছে,
অশোক বালকে দেখেছ কোথাও,
অশোক হেথা কি আছে?
এখানেও নাই, এস তবে কবি
কুসুমে খুঁজিয়া দেখি—
ওই যে ওখানে গোলাপ ফুটিয়া
হোথায় রোয়েছে,—এ কি?

এ কে গো ঘুমায়—হেথায়—হেথায়—
মুদিয়া দুইটি আঁখি,
গোলাপের কোলে মাথাটি সঁপিয়া
পাতায় দেহটি রাখি!
এই আমাদের অশোক বালক
ঘুমায়ে রয়েছে হেথা।
দুখিনী ব্যাকুলা মালতী-বালিকা
খুঁজিয়া বেড়ায় কোথা?
চল চল কবি চল দুই জনে
মালতীরে ডেকে আনি,
হরষে এখনি উঠিবে নাচিয়া
কাতরা কুসুম রাণী!

* * *

কোথাও তাহারে পেনুনা খুঁজিয়া
এখন কি করি তবে?
অশোক বালক না যায় কোথাও
বুঝায়ে রাখিতে হবে।
গোলাপ-শয়নে ঘুমায় অশোক
দুখ তাপ সব ভুলি,

চল দেখি সেথা কহিব আমরা
সব কথা তারে খুলি!
দেখ দেখ কবি—অশোক-শিয়রে
ওই না মালতী হোথা?
গোলাপ হইতে লয়েছে তুলিয়া
কোলে অশোকের মাথা।
কতযে বেড়ানু খুঁজিয়া খুঁজিয়া
কাননে কাননে পশি!
কখন্ হেথায় এসেছে বালিকা?
রয়েছে হোথায় বসি!
ঘুমায়ে রয়েছে অশোক বালক
শ্রমেতে কাতর হয়ে,
মুখের পানেতে চাহিয়া মালতী
কোলেতে মাথাটি লয়ে!
ঘুমায়ে ঘুমায়ে অশোক বালক
সুখের স্বপন হেরে,
গাছের পাতাটি লইয়া মালতী
বীজন করিছে তারে।
নত করি মুখ দেখিছে বালিকা
দুখানি নয়ন ভরি,

নয়ন হইতে শিশিরের মত
সলিল পড়িছে ঝরি !
ঘুমায়ে ঘুমায়ে অশোকের যেন
অধর উঠিল কাঁপি !
“মালতী” “মালতী” বলিয়া বালার
হাত-টি ধরিল চাপি !
হরষে ভাসিয়া কহিল মালতী
হেঁট করি আহা মাথা—
“অশোক—অশোক—মালতী তোমার
এই যে রয়েছে হেথা।”
ঘুমের ঘোরেতে পশিল শ্রবণে
“এইযে রয়েছে হেথা।”
নয়নের জলে ভিজায়ে পলক
অশোক তুলিল মাথা !
একিরে স্বপন ? এখনো একিরে
স্বপন দেখিছে নাকি ?
আবার চাহিল অশোক বালক
আবার মাজিল আঁখি !
অবাক্ হইয়া রহিল বসিয়া
বচন নাহিক সরে—

থাকিয়া থাকিয়া পাগলের মত
কহিল অধীর স্বরে।
"মালতী—মালতী—আমার মালতী"—
মালতী কহিল কাঁদি
"তোমারি মালতী—তোমারি মালতী।"
অশোকে হৃদয়ে বাঁধি।
"ক্ষমা কর মোরে অশোক আমার—
কত না দিয়েছি জ্বালা—
ভাল বাসি বোলে ক্ষমা কর মোরে
আমি যে অবোধ বালা।
তোমার হৃদয় ছাড়িয়া কখন
আর না যাইব চলি,—
দিবস রজনী রহিব হেথায়
বিষাদ ভাবনা ভুলি।
ও হৃদয় ছাড়ি মালতীর আর
কোথায় আরাম আছে?
তোমারে ছাড়িয়া দুখিনী মালতী
যাবে আর কার কাছে?"
অশোকের হাতে দিয়া দুটি হাত
কত যে কাঁদিল বালা।

কাঁদিছে দুজনে বসিয়া বিজনে
ভুলিয়া সকল জ্বালা।
উড়িল দুজনে পাশাপাশি হয়ে
হাত ধরাধরি করি—
সাজিল তখন পৃথিবী জগৎ
হাসিতে আনন ভরি।
গাহিয়া উঠিল হরষে ভ্রমর,
নিঝর বহিল হাসি—
দুলিয়া দুলিয়া নাচিল কুসুম
ঢালিয়া সুরভি-রাশি।
ফিরিল আবার অশোকের ভাব
প্রমোদে পূরিল প্রাণ—
এখানে সেখানে বেড়ায় খেলিয়া
হরষে গাহিয়া গান।
অশোক মালতী মিলিয়া দুজনে
জোনাকের আলো জ্বালি
একই কুসুমে মাখায় বরণ,
মধু দেয় ঢালি ঢালি।

বরষের পরে এল হরষের যামিনী
আবার মিলিল যত কুসুমের কামিনী!
জোছনা পড়িছে ঝরি সুমুখের সরসে—
টলমল ফুল দলে,
ধরি ধরি গলে গলে,
নাচে ফুল বালা দলে,
মালা দুলে উরসে—
তখন সুখের তানে মরমের হরষে
অশোক মনের সাধে গীত ধারা বরষে।

গান।

দেখে যা—দেখে যা—দেখেযালো তোরা
সাধের কাননে মোর
(আমার) সাধের কুসুম উঠেছে ফুটিয়া,
মলয় বহিছে সুরভি লটিয়া রে—
(হেথা) জ্যোছনা ফুটে
তটিনী ছুটে
প্রমোদে কানন ভোর।

আয় আয় সখি আয় লো হেথা
দুজনে কহিব মনের কথা,
তুলিব কুসুম দুজনে মিলি রে—
(সুখে) গাঁথিব মালা,
গণিব তারা,
করিব রজনী ভোর!
এ কাননে বসি গাহিব গান
সুখের স্বপনে কাটাব প্রাণ,
খেলিব দুজনে মনেরি খেলা রে
(প্রাণে) রহিবে মিশি
দিবস নিশি
আধো আধো ঘুম-ঘোর!

অতীত ও ভবিষ্যত।

কেমন গো আমাদের ছোট সে কুটীর খানি,
সমুখে নদীটি যায় চলি,
মাথার উপরে তার বট অশথের ছায়া,
সামনে বকুল গাছ গুলি।
সারাদিন হু হু করি বহিছে নদীর বায়ু,
ঝর ঝর দুলে গাছ পালা,
ভাঙ্গাচোরা বেড়াগুলি, উঠেছে লতিকা তায়
ফুল ফুটে করিয়াছে আলা।
ওদিকে পড়িয়া মাঠ ; দূরে দু-চারিটি গাভী
চিবায় নবীন তৃণদল,
কেহবা গাছের ছায়ে, কেহবা খালের ধারে
পান করে সুশীতল জল।
জানত কল্পনা বালা, কত সুখে ছেলে বেলা
সেইখানে করেছি যাপন,
সেদিন পড়িলে মনে প্রাণ যেন কেঁদে ওঠে,
হুহু ক'রে ওঠে যেন মন।
নিশীথে নদীর পরে ঘুমিয়েছে ছায়া চাঁদ,
সাড়াশব্দ নাই চারি পাশে,

একটি ডুরন্ত ঢেউ জাগেনি নদীর কোলে,
পাতাটিও নড়েনি বাতাসে,
তখন যেমন ধীরে দুর হতে দূর প্রান্তে
নাবিকের বাঁশরীর গান,
ধরি ধরি করি সুর ধরিতে না পারে মন,
উদাসিয়া ওঠে যেন প্রাণ !
কি যেন হারান'ধন কোথাও না পাই খুঁজে,
কি কথা গিয়েছি যেন ভুলে,
বিস্মৃতি, স্বপন বেশে পরাণের কাছে এসে
আধ স্মৃতি জাগাইয়া তুলে।
তেমনি হে কলপনা, তুমি ও বীণায় যবে
বাজাও সেদিনকার গান,
আঁধার মরম মাঝে জেগে ওঠে প্রতিধ্বনি,
কেঁদে ওঠে আকুল পরাণ !
হা দেবি, তেমনি যদি থাকিতাম চিরকাল !
না ফুরাত সেই ছেলেবেলা,
হৃদয় তেমনি ভাবে করিত গো থল থল,
মরমেতে তরঙ্গের খেলা !
ঘুম-ভাঙ্গা আঁখি মেলি যখন প্রফুল্ল উষা
ফেলে ধীরে সুরভি নিশ্বাস,

ঢেউগুলি জেগে ওঠে পুলিনের কানে কানে
কহে তার মরমের আশ।
তেমনি উঠিত হৃদে প্রশান্ত সুখের উর্ম্মি
অতি মৃদু, অতি সুশীতল,
বহিত সুখের শ্বাস; নাহিয়া শিশির জলে
ফেলে যথা কুসুম সকল।
অথবা যেমন যবে প্রশান্ত সায়াহ্ন কালে
ডুবে সূর্য্য সমুদ্রের কোলে,
বিষণ্ণ কিরণ তার শ্রান্ত বালকের মত
প'ড়ে থাকে সুনীল সলিলে।
নিস্তব্ধ সকল দিক, একটি ডাকে না পাখী,
একটুও বহে না বাতাস,
তেমনি কেমন এক গম্ভীর বিষণ্ণ সুখ
হৃদয়ে তুলিত দীর্ঘ শ্বাস।
এইরূপ কত কি যে হৃদয়ের ঢেউ খেলা
দেখিতাম বসিয়া বসিয়া,
মরমের ঘুম ঘোরে কত দেখিতাম স্বপ্ন
যেত দিন হাসিয়া খুসিয়া।
বনের পাখীর মত অনন্ত আকাশ তলে
গাহিতাম অরণ্যের গান,

আর কেহ শুনিত না, প্রতিধ্বনি জাগিত না,
শূন্যে মিলাইয়া যেত তান।
প্রভাত এখনো আছে, এরি মধ্যে কেন তবে
আমার এমন দুরদশা,
অতীতে সুখের স্মৃতি, বর্ত্তমানে দুখজ্বালা,
ভবিষ্যতে একি রে কুয়াশা!
যেন এই জীবনের আঁধার সমুদ্র মাঝে
ভাসায়ে দিয়েছি জীর্ণ তরি,
এসেছি যেখান হতে অস্ফুট সে নীল তট
এখনো রয়েছে দৃষ্টি ভরি!
সেদিকে ফিরায়ে আঁখি এখনো দেখিতে পাই
ছায়া ছায়া কাননের রেখা,
নানা বরণের মেঘ মিশেছে বনের শিরে
এখনো বুঝিরে যায় দেখা!
যেতেছি যেখানে ভাসি সেদিকে চাহিয়া দেখি
কিছুইত না পাই উদ্দেশ—
আঁধার সলিল রাশি সুদূর দিগন্তে মিশে
কোথাও না দেখি তার শেষ!
ক্ষুদ্র জীর্ণ ভগ্ন তরি একাকী যাইবে ভাসি
যত দিনে ডবিয়া না যায়,

সমুখে আসন্ন ঝড়, সমুখে নিস্তব্ধ নিশি
শিহরিছে বিদ্যুত-শিখায়।

দিকবালা।

দূর আকাশের পথ উঠিছে জলদ রথ,
নিম্নে চাহি দেখে কবি ধরণী নিদ্রিত।
অস্ফুট চিত্রের মত নদনদী পরবত,
পৃথিবীর পটে যেন রয়েছে চিত্রিত!
সমস্ত পৃথিবী ধরি একটি মুঠায়
অনন্ত সুনীল সিন্ধু সুধীরে লুটায়।
হাত ধরাধরি করি দিক্-বালা গণ
দাঁড়ায়ে সাগর-তীরে ছবির মতন।
কেহবা জলদময় মাথায়ে জোছানা
নীল দিগন্তের কোলে পাতিছে বিছানা।
মেঘের শয্যায় কেহ ছড়ায়ে কুন্তল
নীরবে ঘুমাইতেছে নিদ্রায় বিহ্বল।
সাগর তরঙ্গ তার চরণে মিলায়,
লইয়া শিথিল কেশ পবন খেলায়।

কোন কোন দিকবালা বসি কুতুহলে
আকাশের চিত্র আঁকে সাগরের জলে।
আঁকিল জলদ-মালা চন্দ্রগ্রহ তারা,
রঞ্জিল সাগর, দিয়া জোছনার ধরা।
পাপিয়ার ধ্বনি শুনি কেহ হাসি মুখে,
প্রতিধ্বনি রমণীরে জাগায় কৌতুকে!
শুকতারা প্রভাতের ললাটে ফুটিল,
পূরবের দিক্‌দেবী জাগিয়া উঠিল।
লোহিত কমল করে পূরবের দ্বার
খুলিয়া—সিন্দুর দিল সীমন্তে উষার।
মাজি দিয়া উদয়ের কনক সোপান,
তপনের সারথীরে করিল আহ্বান।
সাগর-উর্ম্মির শিরে সোনার চরণ
ছুঁয়ে ছুঁয়ে নেচে গেল দিক্‌-বালাগণ।
পূরব দিগন্ত কোলে জলদ গুছায়ে
ধরণীর মুখ হ'তে আঁধার মুছায়ে,
বিমল শিশির জলে ধুইয়া চরণ,
নিবিড় কুন্তলে মাখি কনক কিরণ,
সোনার মেঘের মত আকাশের তলে,
কনক কমল সম মানসের জলে,

ভাসিতে লাগিল যত দিক্‌-বালাগণে,
উলসিত তনুখানি প্রভাত পবনে।
ওই হিম-গিরি পরে কোন দিক্‌-বালা
রঞ্জিছে কনক-করে নীহারিকা-মালা!
নিভৃতে সরসী-জলে করিতেছে স্নান,
ভাসিছে কমলবনে কমল বয়ান।
তীরে উঠি মালা গাঁথি শিশিরের জলে
পরিছে তুষার-শুভ্র সুকুমার গলে।
ওদিকে দেখেছ ওই সাহারা প্রান্তরে,
মধ্যে দিক-দেবী শুভ্র বালুকার পরে।
অঙ্গ হতে ছুটিতেছে জ্বলন্ত কিরণ,
চাহিতে মুখের পানে ঝলসে নয়ন।
আঁকিছে বালুকাপুঞ্জে শত শত রবি,
আঁকিছে দিগন্ত-পটে মরীচিকা-ছবি।
অন্যদিকে কাশ্মীরের উপত্যকা-তলে,
পরি শত বরণের ফুল মালা গলে,
শত বিহঙ্গের গান শুনিতে শুনিতে,
সরসী লহরী মালা গুনিতে গুনিতে,
এলায়ে কোমল তনু কমল কাননে,
আলসে দিকের বালা মগন স্বপনে।

ওই হোথা দিক্‌দেবী বসিয়া হরষে
ঘুরায় ঋতুর চক্র মৃদুল পরশে।
ফুরায়ে গিয়েছে এবে শীত-সমীরণ,
বসন্ত পৃথিবী তলে অর্পিবে চরণ।
পাখীরে গাহিতে কহি অরণ্যের গান,
মলয়ের সমীরণে করিয়া আহ্বান,
বনদেবীদের কাছে কাননে কাননে
কহিল ফুটাতে ফুল দিক্‌দেবীগণে।
বহিল মলয়-বায়ু কাননে ফিরিয়া,
পাখিরা গাহিল গান কানন ভরিয়া।
ফুল বালা সাথে আসি বন দেবীগণ,
ধীরে দিক্‌-দেবীদের বন্দিল চরণ।

প্রতিশোধ।

গাথা।

গভীর রজনী, নীরব ধরণী,
মুমূর্ষু পিতার কাছে
বিজন আলয়ে, আঁধার হৃদয়ে,
বালক দাঁড়ায়ে আছে।
বীরের হৃদয়ে ছুরিকা বিঁধানো,
শোণিত বহিয়ে যায়,
বীরের বিবর্ণ মুখের মাঝারে
রোষের অনল ভায়।
পড়েছে দীপের অস্ফুট আলোক
আঁধার মুখের পরে,
সে মুখের পানে চাহিয়া বালক,
দাঁড়ায়ে ভাবনা ভরে।
দেখিছে পিতার অসাড় অধরে
যেন অভিশাপ লিখা,
স্ফুরিছে আঁধার নয়ন হইতে
রোষের অনল শিখা—

ঘুম হ'তে যেন চমকি উঠিল
 সহসা নীরব ঘর,
মুমূর্ষু কহিলা বালকে চাহিয়া,
 সুধীর গভীর স্বর—
"শোনো বৎস শোনো, অধিক কি কব,
 আসিছে মরণ বেলা,
এই শোণিতের প্রতিশোধ নিতে
 না করিবে অবহেলা।"
এতেক বলিয়া টানি উপাড়িলা
 ছুরিকা হৃদয় হোতে,
ঝলকে ঝলকে উছসি অমনি
 শোণিত বহিল স্রোতে।
কহিল—'এই নে, এই নে ছুরিকা ;—
 তাহার উরস পরে
যতদিন ইহা ঠাঁই নাহি পায়,
 থাকে যেন তোর করে!
হা হা ক্ষত্র দেব, কি পাপ করেছি—
 এ তাপ সহিতে হ'ল,
ঘুমাতে ঘুমাতে, বিছানায় পড়ি,
 জীবন ফুরায়ে এল।'

নয়নে জ্বলিল দ্বিগুণ আগুণ,
কথা হয়ে গেল বোধ,
শোণিতে লিখিলা ভূমির উপরে—
"প্রতিশোধ প্রতিশোধ।"
পিতার চরণ পরশ করিয়া,
ছুঁইয়া কৃপাণ খানি,
আকাশের পানে চাহিয়া কুমার
কহিল শপথ বাণী!—
"ছুঁইনু কৃপাণ, শপথ করিনু;
শুন ক্ষত্র-কুল-প্রভু,
এর প্রতিশোধ তুলিব তুলিব,
অন্যথা নহিবে কভু!
সেই বুক ছাড়া এ ছুরিকা আর
কোথা না বিরাম পাবে,
তার রক্ত ছাড়া এই ছুরিকার
তৃষা কভু নাহি যাবে।"
রাখিলা শোণিত-মাখা সে ছুরিকা
বুকের বসনে ঢাকি।
ক্রমে মুমূর্ষুর ফুরাইল প্রাণ,
মুদিয়া পড়িল আঁখি।

ভ্রমিছে কুমার কত দেশে দেশে,
ঘুচাতে শপথ ভার।
দেশে দেশে ভ্রমি তবুওত আজি
পেলে না সন্ধান তার।
এখনো সে বুকে ছুরিকা লুকানো,
প্রতিজ্ঞা জ্বলিছে প্রাণে,
এখনো পিতার শেষ কথা গুলি
বাজিছে যেন সে কানে।
"কোথা যাও যুবা! যেওনা যেওনা,
গহন কানন ঘোর,
সাঁঝের আঁধার ঢাকিছে ধরণী,
এস গো কুটীরে মোর!"
"ক্ষম গো আমায়, কুটীর স্বামী!
বিরাম আলয় চাহিনা আমি,
যে কাজের তরে ছেড়েছি আলয়,
সে কাজ পালিব আগে"—
"শুন গো পথিক, যেওনাকো আর,
অতিথির তরে মুক্ত এ দুয়ার।
দেখেছ চাহিয়া, ছেয়েছে জলদ
পশ্চিম গগন ভাগে।"

কতনা ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে
মাথার উপর দিয়া,
প্রতিজ্ঞা পালিতে চলেছে তবুও
যুবক নির্ভীক হিয়া।
চলেছে—গহন গিরিনদী মরু
কোন বাধা নাহি মানি।
বুকেতে রয়েছে ছুরিকা লুকানো
হৃদয়ে শপথ-বাণী।
"গভীর আঁধারে নাহি পাই পথ,
শুনগো কুটীর স্বামী—
খুলে দাও দ্বার আজিকার মত
এসেছি অতিথি আমি।"
অতি ধীরে ধীরে খুলিল দুয়ার,
পথিক দেখিল চেয়ে—
করুণার যেন প্রতিমার মত
একটি রূপসী মেয়ে।
এলোথেলো চুলে বনফুল মালা,
দেহে এলোথেলো বাস—
নয়নে মমতা, অধরে মাখানো
কোমল সরল হাস।

বালিকার পিতা রয়েছে বসিয়া
কুশের আসন পরি—
সম্ভ্রমে আসন দিলেন পাতিয়া
পথিকে যতন করি।
দিবসের পর যেতেছে দিবস,
যেতেছে বরষ মাস—
আজিও কেন সে কানন-কুটীরে
পথিক করিছে বাস?
কি কর যুবক, ছাড় এ কুটীর—
সময় যেতেছে চলি,
যে কাজের তরে ছেড়েছ আলয়
সে কাজ যেওনা ভুলি!
দিবসের পর যেতেছে দিবস,
যেতেছে বরষ মাস,
যুবার হৃদয়ে পড়িছে জড়ায়ে
ক্রমেই প্রণয়-পাশ।
শোণিতে লিখিত শপথ আখর
মন হতে গেল মুছি।
ছুরিকা হইতে রকতের দাগ
কেনরে গেলনা ঘুচি!

মালতী বালার সাথে কুমারের
আজিকে বিবাহ হবে—
কানন আজিকে হতেছে ধ্বনিত
সুখের হরষ রবে!
মালতীর পিতা প্রতাপের দ্বারে
কাননবাসীরা যত,
গাহিছে নাচিছে হরষে সকলে,
যুবক রমণী শত।
কেহ বা গাঁথিছে ফুলের মালিকা,
গাহিছে বনের গান,
মালতীরে কেহ ফুলের ভূষণ
হরষে করিছে দান।
ফুলে ফুলে কিবা সেজেছে মালতী
এলায়ে চিকুর পাশ—
সুখের আভায় উজলে নয়ন
অধরে সুখের হাস।
আইল কুমার বিবাহ সভায়
মালতীরে লয়ে সাথে,
মালতীর হাত লইয়া প্রতাপ
সঁপিল যুবার হাতে।

ওকিও—ওকিও—সহসা প্রতাপ
 বসনে নয়ন চাপি,
মূরছি পড়িল ভূমির উপরে
 থর থর থর কাঁপি।
মালতী বালিকা পড়িল সহসা
 মূরছি কাতর রবে!
বিবাহ-সভায় ছিল যারা যারা
 ভয়ে পলাইল সবে।
সভয়ে কুমার চাহিয়া দেখিল
 জনকের উপছায়া—
আগুনের মত জ্বলে দু-নয়ন
 শোণিতে মাখানো কায়া—
কি কথা বলিতে চাহিল কুমার,
 ভয়ে হ'ল কথা রোধ,
জলদ-গভীর-স্বরে কে কহিল
 "প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—
হা রে কুলাঙ্গার' অক্ষত্র সন্তান,
 এই কিরে তোর কাজ?
শপথ ভুলিয়া কাহার মেয়েরে
 বিবাহ করিলি আজ!

ক্ষত্রধর্ম্ম যদি প্রতিজ্ঞা পালন—
ওরে কুলাঙ্গার, তবে
এ চরণ ছুঁয়ে যে আজ্ঞা লইলি
সে আজ্ঞা পালিবি কবে।
নহিলে য-দিন রহিবি বাঁচিয়া
দহিবে এ মোর ক্রোধ।”
নীরব সে গৃহ ধ্বনিল আবার
প্রতিশোধ-প্রতিশোধ—!
বুকের বসন হইতে কুমার
ছুরিকা লইল খুলি,
ধীরে প্রতাপের বুকের উপরে
সে ছুরি ধরিল তুলি।
অধীর হৃদয় পাগলের মত,
থর থর কাঁপে পাণি—
কতবার ছুরি ধরিল সে বুকে
কতবার নিল টানি।
মাথার ভিতরে ঘুরিতে লাগিল
আঁধার হইল বোধ—
নীরব সে গৃহে ধ্বনিল আবার
“প্রতিশোধ—প্রতিশোধ।”

ক্রমশঃ চেতন পাইল প্রতাপ,
মালতী উঠিল জাগি,
চারিদিক চেয়ে বুঝিতে নারিল
এ সব কিসের লাগি।
কুমার তখন কহিলা সুধীরে
চাহি প্রতাপের মুখে,
প্রতি কথা তার অনলের মত
লাগিল তাহার বুকে।
"একদা গভীর বরষা নিশীথে
নাই জাগি জন প্রাণী,
সহসা সভয়ে জাগিয়া উঠিনু
শুনিয়া কাতর বাণী।
চাহি চারিদিকে—দেখিনু বিস্ময়ে
পিতার হৃদয় হোতে—
শোণিত বহিছে, শয়ন তাঁহার
ভাসিছে শোণিত স্রোতে।
কহিলেন পিতা—অধিক কি কব
আসিছে মরণ বেলা,
এই শোণিতের প্রতিশোধ নিতে
না করিবি অবহেলা।

হৃদয় হইতে টানিয়া ছুরিকা
   দিলেন আমার হাতে
সে অবধি এই বিষম ছুরিকা
   রাখিয়াছি সাথে সাথে।
করিনু শপথ ছুঁইয়া কৃপাণ
   শুন ক্ষত্র-কুল-প্রভু—
এর প্রতিশোধ তুলিব—তুলিব
   না হবে অন্যথা কভু।
নাম কি তাহার জানিতাম নাকো
   ভ্রমিনু সকল গ্রাম——”
অধীরে প্রতাপ উঠিল কহিয়া
   “প্রতাপ তাহার নাম!
এখনি এখনি ওই ছুরি তব
   বসাইয়া দেও বুকে,
যে জ্বালা হেথায় জ্বলিছে—কেমনে
   কব তাহা এক মুখে?
নিভাও সে জ্বালা—নিভাও সে জ্বালা
   দাও তার প্রতিফল—
মৃত্যু ছাড়া এই হৃদি অনলের
   নাই আর কোন জল।

কাঁদিয়া উঠিল মালতী কহিল
পিতার চরণ ধ'রে,
"ও কথা বলোনা—বলোনা গো পিতা,
যেওনা ছাড়িয়ে মোরে !—
কুমার—কুমার—শুন মোর কথা
এক ভিক্ষা শুধু মাগি,—
রাখ মোর কথা, ক্ষম গো পিতারে,
দুখিনী আমার লাগি !—
শোণিত নহিলে ও ছুরির তব
পিপাসা না মিটে যদি,
তবে এই বুকে দেহ গো বিঁধিয়া,
এই পেতে দিনু হৃদি !"
আকাশের পানে চাহিয়া কুমার
কহিল কাতর স্বরে,
ক্ষমা কর পিতা, পারিব না আমি,
কহিতেছি সকাতরে !
অতি নিদারুণ অনুতাপ শিখা
দহিছে যে হৃদি-তল,
সে হৃদয় মাঝে ছুরিকা বসায়ে
বল গো কি হবে ফল ?

অনুতাপী জনে ক্ষমা কর পিতা!
রাখ এই অনুরোধ!”
নীরব সে গৃহে ধ্বনিল আবার,
প্রতিশোধ।—প্রতিশোধ।—
হৃদয়ের প্রতি শিরা উপশিরা
কাঁপিয়া উঠিল হেন—
সবলে ছুরিকা ধরিল কুমার,
পাগলের মত যেন।
প্রতাপের সেই অবারিত বুকে
ছুরি বিঁধাইল বলে।
মালতী বালিকা মূর্চ্ছিয়া পড়িল
কুমারের পদতলে।
উন্মত্ত হৃদয়ে, জ্বলন্ত নয়নে,
বদ্ধ করি হস্ত মুঠি—
কুটীর হইতে পাগল কুমার
বাহিরেতে গেল ছুটি,
এখনো কুমার, সেই বন মাঝে,
পাগল হইয়া ভ্রমে।
মালতী বালার চির মূর্চ্ছা আর
ঘুচিল না এ জনমে।

ছিন্ন লতিকা।

সাঁধের কাননে মোর রোপন করিয়াছিনু
একটি লতিকা সখি অতিশয় যতনে,
প্রতিদিন দেখিতাম কেমন সুন্দর ফুল
ফুটিয়াছে শত শত হাসি হাসি আননে।
প্রতিদিন সযতনে ঢালিয়া দিতাম জল
প্রতি দিন ফুল তুলে গাঁথিতাম মালিকা,
সোনার লতাটি-আহা বন করেছিল আলো,
সে লতা ছিঁড়িতে আছে, নিরদয় বালিকা ?

কেমন বনের মাঝে আছিল মনের সুখে
গাঁঠে গাঁঠে শিরে শিরে জড়াইয়া পাদপে।
প্রেমের সে আলিঙ্গনে স্নিগ্ধ রেখেছিল তায়,
কোমল পল্লবদলে নিবারিয়া আতপে।
এত দিন ফুলে ফুলে ছিল ঢল ঢল মুখ,
শুকায়ে গিয়াছে আজি সেই মোর লতিকা।
ছিন্ন-অবশেষ-টুকু এখনো জড়ানো বুকে
এ লতা ছিঁড়িতে আছে নিরদয় বালিকা ?

ভারতী-বন্দনা।

আজিকে তোমার মানস সরসে
কি শোভা হয়েছে,—মা!
অরুণ বরণ চরণ পরশে
কমল কানন, হরষে কেমন
ফুটিয়ে রয়েছে,—মা!
নীরবে চরণে উথলে সরসী,
নীরবে কমল, করে টল মল
নীরবে বহিছে বায়।
মিলি কত রাগ, মিলিয়ে রাগিণী,
আকাশ হইতে করে গীত-ধ্বনি,
শুনিয়ে সে গীত আকাশ-পাতাল
হয়েছে অবশ প্রায়।
শুনিয়ে সে গীত, হয়েছে মোহিত
শিলাময় হিমগিরি,
পাখীরা গিয়েছে গাইতে ভুলিয়া,
সরসীর বুক উঠিছে ফুলিয়া,
ক্রমশঃ ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিছে
তান-লয় ধীরি ধীরি;

তুমি গো জননি, রয়েছ দাঁড়ায়ে
সে গীত-ধারার মাঝে,
বিমল জোছনা-ধারার মাঝারে
চাঁদটি যেমন সাজে।
দশ দিশে দিশে ফুটিয়া পড়েছে
বিমল দেহের জ্যোতি,
মালতী ফুলের পরিমল সম
শীতল মৃদুল অতি।
আলুলিত চুলে কুসুমের মালা,
সুকুমার করে মৃণালের বালা,
লীলা-শতদল ধরি,
ফুল-ছাঁচে ঢালা কোমল শরীরে
ফুলের ভূষণ পরি।
দশ দিশি দিশি উঠে গীত ধ্বনি,
দশ দিশি ফুটে দেহের জ্যোতি।
দশ দিশি ছুটে ফুল-পরিমল
মধুর মৃদুল শীতল অতি।
নব দিবাকর ম্লান সুধাকর
চাহিয়া মুখের পানে,

জলদ আসনে দেববালাগণ
মোহিত বীণার তানে।
আজিকে তোমার মানস-সরসে
কি শোভা হয়েছে মা!—
রূপের ছটায় আকাশ পাতাল
পূরিয়া রয়েছে মা! –
যেদিকে তোমার পড়েছে জননি,
সুহাস কমল-নয়ন দুটি,
উঠেছে উজলি' সেদিক অমনি,
সেদিকে পাপিয়া, উঠিছে গাহিয়া
সেদিকে কুসুম উঠিছে ফুটি।
এস মা আজিকে ভারতে তোমার,
পূজিব তোমার চরণ দুটি!
বহুদিন পরে ভারত অধরে
সুখময় হাসি উঠুক্ ফুটি!
আজি কবিদের মানসে মানসে
পড়ুক্ তোমার হাসি,
হৃদয়ে হৃদয়ে উঠুক্ ফুটিয়া
ভকতি-কমল-রাশি!

নমিয়া ভারতী-জননী চরণে
সঁপিয়া ভকতি-কুসুম-মালা,
দশ দিশি দিশি প্রতিধ্বনি তুলি
হুলুধ্বনি দিক্ দিকের বালা!
চরণ-কমলে অমল কমল
আঁচল ভরিয়া ঢালিয়া দিক্!
শত শত হৃদে তব বীণাধ্বনি
জাগায়ে তুলুক শত প্রতিধ্বনি,
সে ধ্বনি শুনিয়ে কবির হৃদয়ে
ফুটিয়া উঠিবে শতেক কুসুম
গাহিয়া উঠিবে শতেক পিক!

লীলা।

(গাথা)

"সাধিনু—কাঁদিনু—কতনা করিনু—
ধন মান যশ সকলি ধরিনু—
চরণের তলে তার—
এত করি তবু পেলেম না মন
ক্ষুদ্র এক বালিকার!
না যদি পেলেম—নাইবা পাইনু—
চাইনা চাইনা তারে।
কি ছার সে বালা!—তার তরে যদি
সহে তিল দুখ এ পুরুস-হৃদি,
তা হলে পাষাণো ফেলিবে শোণিত
ফুলের কাঁটার ধারে!
এ কুমতি কেন হয়েছিল বিধি,
তারে সঁপিবারে গিয়েছিনু হৃদি!
এ নয়ন-জল ফেলিতে হইল
তাহার চরণ-তলে?
বিষাদের শ্বাস ফেলিনু, মজিয়া
তাহার কুহক বলে?

এত আঁখিজল হইল বিফল,
বালিকা হৃদয়, করিব যে জয়
নাই হেন মোর গুণ ?
হীন রণধীরে ভালবাসে বালা ;
তার গলে দিবে পরিণয় মালা !
এ কি লাজ নিদারুণ !
হেন অপমান নারিব সহিতে,
ঈর্ষ্যার অনল নারিব বহিতে,
ঈর্ষ্যা ?—কারে ঈর্ষ্যা ? হীন রণধীরে ?
ঈর্ষ্যার ভাজন সেও হল কিরে
ঈর্ষা-যোগ্য সে কি মোর ?
তবে শুন আজি—শ্মশান কালিকা
শুন এ প্রতিজ্ঞা ঘোর !
আজ হতে মোর রণধীর অরি—
শত নৃ-কপাল তার রক্তে ভরি
করাবো তোমারে পান,
এ বিবাহ কভু দিবনা ঘটিতে
এ দেহে রহিতে প্রাণ !
তবে নমি তোমা—শ্মশান কালিকা !

শোণিত-লুলিতা—কপাল মালিকা !
কর এই বর দান—
তাহারি শোণিতে মিটায় পিপাসা
যেন মোর এ কৃপাণ।”
কহিতে কহিতে বিজন-নিশীথে
শুনিল বিজয় সুদূর হইতে
শত শত অট্ট হাসি—
একেবারে যেন উঠিল ধ্বনিয়া
শ্মশান-শান্তিরে নাশি !
শত শত শিবা উঠিল কাঁদিয়া
কি জানি কিসের লাগি !
কুস্বপ্ন দেখিয়া শ্মশান যেন রে
চমকি উঠিল জাগি !
শতেক আলেয়া উঠিল জ্বলিয়া—
আঁধার হাসিল দশন মেলিয়া,
আবার যাইল মিশি !
সহসা থামিল অট্ট হাসি ধ্বনি,
শিবার রোদন থামিল অমনি,
আবাব ভীষণ সুগভীরতর
নীরব হইল নিশি !

দেবীর সন্তোষ বুঝিয়া বিজয়
নমিল চরণে তাঁর।
মুখ নিদারুণ—আঁখি রোষারুণ—
হৃদয় জ্বলিছে রোষের আগুন
করে অসি খর ধার!

গিরি অধিপতি রণধীর গৃহে
লীলা আসিতেছে আজি,
গিরিবাসীগণ হরষে মেতেছে,
বাজানা উঠেছে বাজি।
অস্তে গেল রবি পশ্চিম শিখরে,
আইল গোধূলী কাল,
ধীরে ধরণীরে ফেলিল আবরি
সঘন আঁধার জাল।
ওই আসিতেছে লীলার শিবিকা
নৃপতি ভবন পানে——
শত অনুচর চলিয়াছে সাথে
মাতিয়া হরষ গানে।
জ্বলিছে আলোক—বাজিছে বাজনা
ধ্বনিতেছে দশ দিশি।

ক্রমশঃ আঁধার হইল নিবিড়
গভীর হইল নিশি।
চলেছে শিবিকা গিরিপথ দিয়া
সাবধানে অতিশয়,
বন মাঝ দিয়া গিয়াছে সে পথ
বড় সে সুগম নয়।
অনুচরগণ হরষে মাতিয়া
গাইছে হরষ গীত—
সে হরষ ধ্বনি:—জন কোলাহল
ধ্বনিতেছে চারিভিত।
থামিল শিবিকা, পথের মাঝারে
থামে অনুচর দল
সহসা সভয়ে “দস্যু দস্যু” বলি
উঠিলরে কোলাহল।
শত বীর-হৃদি উঠিল নাচিয়া
বাহিরিল শত অসি,
শত শত শর মিটাইল তৃষা
বীরের হৃদয়ে পশি।
আঁধার ক্রমশঃ নিবিড় হইল
বাধিল বিষম রণ,

লীলার শিবিকা কাড়িয়া লইয়া
পলাইল দস্যুগণ।

* * * * *

কারাগার মাঝে বসিয়া রমণী
বরষিছে আঁখি জল।
বাহির হইতে উঠিছে গগনে
সমরের কোলাহল।
"হে মা ভগবতী—শুন এ মিনতি
বিপদে ডাকিব কারে!
পতি বোলে যাঁরে করেছি বরণ
বাঁচাও বাঁচাও তাঁরে।
মোর তরে কেন এ শোণিত-পাত!
আমি মা—অবোধ বালা,
জনমিয়া আমি মরিনু না কেন
ঘুচিত সকল জ্বালা!"
কহিতে কহিতে উঠিল আকাশে
দ্বিগুণ সমর-ধ্বনি—
জয় জয় রব, আহতের স্বর
কৃপাণের ঝনঝনি!

সাঁজের জলদে ডুবে গেল রবি,
আকাশে উঠিল তারা;
একেলা বসিয়া বালিকা সে লীলা
কাঁদিয়া হতেছে সারা।
সহসা খুলিল কারাগার দ্বার—
বালিকা সভয় অতি,—
কঠোর কটাক্ষ হানিতে হানিতে
বিজয় পশিল তথি।
অসি হতে ঝরে শোণিতের ফোঁটা,
শোণিতে মাখানো বাস,
শোণিতে মাখানো মুখের মাঝারে
ফুটে নিদারুণ হাস!
অবাক্ বালিকা;—বিজয় তখন
কহিল গভীর রবে—
"সমর বারতা শুনেছ কুমারী?
সে কথা শুনিবে তবে?"
"বুঝেছি—বুঝেছি, জেনেছি—জেনেছি!
বলিতে হবেনা আর,—
না—না, বল বল—শুনিব সকলি
যাহা আছে শুনিবার।

এই বাঁধিলাম পাষাণে হৃদয়,
বল কি বলিতে আছে।
যত ভয়ানক হোক্‌না সে কথা
লুকায়োনা মোর কাছে।"
"শুন তবে বলি" কহিল বিজয়
তুলি অসি খর ধার—
"এই অসি দিয়ে বধি রণধীরে
হরেছি ধরার ভার।"
"পামর, নিদয়—পাষাণ, পিশাচ।"
মূরছি পড়িল লীলা,
অলীক বারতা কহিয়া বিজয়
কারা হতে বাহিরিলা।

সমরের ধ্বনি থামিল ক্রমশঃ,
নিশা হল সুগভীর।
বিজয়ের সেনা পলাইল রণে—
জয়ী হল রণধীর।
কারাগার মাঝে পশি রণধীর
কহিল অধীর স্বরে—

"লীলা! — রণধীর এসেছে তোমার
এস এ বুকের পরে!"
ভূমিতল হতে চাহি দেখে লীলা
সহসা চমকি উঠি,
হরষ-আলোকে জ্বলিতে লাগিল
লীলার নয়ন দুটি।
"এস নাথ এস অভাগীর পাশে
বস একবার হেথা,
জনমের মত দেখি ও মুখানি
শুনি ও মধুর কথা!
ডাক নাথ সেই আদরের নামে
ডাক মোরে স্নেহভরে,
এ অবশ মাথা তুলে লও সখা
তোমার বুকের পরে!"
লীলার হৃদয়ে ছুরিকা বিঁধানো
বহিছে শোণিত ধারা—
রহে রণধীর পলক বিহীন
যেন পাগলের পারা।
রণধীর বুকে মুখ লুকাইয়া
গলে বাঁধি বাহুপাশ;

কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিল বালিকা,
“পূরিল না কোন আশ।
মরিবার সাধ ছিল না আমার
কত ছিল সুখ আশা।
পারিনু না সখা করিবারে ভোগ
তোমার ও ভালবাসা।
হারে হা পামর, কি করিলি তুই ?
নিদারুণ প্রতারণা।
এত দিনকার সুখ সাধ মোর
পূরিল না পূরিল না।”
এত বলি ধীরে অবশ বালিকা
কোলে তার মাথা রাখি—
রণধীর মুখে রহিল চাহিয়া
মেলি অনিমেষ আঁখি।
রণধীর যবে শুনিল সকল
বিজয়ের প্রতারণা,
বীরের নয়নে জ্বলিয়া উঠিল
রোষের অনল-কণা।
‘পৃথিবীর সুখ ফুরালো আমার,
বাঁচিবার সাধ নাই।

এর প্রতিশোধ তুলিতে হইবে,
বাঁচিয়া রহিব তাই।'
লীলার জীবন আইল ফুরায়ে
মুদিল নয়ন দুটি,
শোকে রোষানলে জ্বলি রণধীর
রণভূমে এল ছুটি।

দেখে বিজয়ের মৃতদেহ সেই
রয়েছে পড়িয়া সমর-ভূমে।
রণধীর যবে মরিছে জ্বলিয়া
বিজয় ঘুমায় মরণ ঘুমে!

ফুলের ধ্যান।

মুদিয়া আঁখির পাতা
কিশলয়ে ঢাকি মাথা,
উষার ধেয়ানে রয়েছি মগন
রবির প্রতিমা স্মরি,
এমনি করিয়া ধেয়ান ধরিয়া
কাটাইব বিভাবরী !.
দেখিতেছি শুধু উষার স্বপন,
তরুণ রবির তরুণ কিরণ,
তরুণ রবির অরুণ চরণ
জাগিছে হৃদয় পরি,
তাহাই স্মরিয়া ধেয়ান ধরিয়া
কাটাইব বিভাবরী।
আকাশে যখন শতেক তারা
রবির কিরণে হইবে হারা,
ধরায় ঝরিয়া শিশির-ধারা
ফুটিবে তারার মত,
ফুটিবে কুসুম শত,

ফুটিবে দিবার আঁখি,
ফুটিবে পাখীর গান,
তখন আমারে চুমিবে তপন,
তখন আমার ভাঙ্গিবে স্বপন,
তখন ভাঙ্গিবে ধ্যান।
তখন সুধীরে খুলিব নয়ান,
তখন সুধীরে তুলিব বয়ান,
পূরব আকাশে চাহিয়া চাহিয়া
কথা কব ভাঙ্গা ভাঙ্গা।
উষা-রূপসীর কপোলের চেয়ে
কপোল হইবে রাঙ্গা।
তখন আসিবে বায়,
ফিরিতে হবে না তায়,
হৃদয় ঢালিয়া দিব বিলাইয়া,
যত পরিমল চায়।
ভ্রমর আসিবে দ্বারে,
কাঁদিতে হবে না তারে,
পাশে বসাইয়া আশা পূরাইয়া
মধু দিব ভারে ভারে।

আজিকে ধেয়ানে রয়েছি মগন
রবির প্রতিমা স্মরি—
এমনি করিয়া ধেয়ান ধরিয়া
কাটাইব বিভাবরী।

অপ্সরা-প্রেম।

(গাথা।)

(নায়িকার উক্তি।)

রজনীর পরে আসিছে দিবস,
দিবসের পর রাতি।
প্রতিপদ ছিল হ'ল পূরণিমা,
প্রতি নিশি নিশি বাড়িল চাঁদিমা,
প্রতি নিশি নিশি ক্ষীণ হয়ে এল
ফুরালো জোছনা ভাতি।
উদিছে তপন উদয় শিখরে,
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া সারা দিন ধোরে,
ধীর পদ-ক্ষেপে অবসন্ন দেহে,
যেতেছে চলিয়া বিশ্রামের গেহে
মলিন বিষণ্ণ অতি।

উদিছে তারকা আকাশের তলে,
আসিছে নিশীথ প্রতি পলে পলে,
পল পল করি যায় বিভাবরী,
নিভিছে তারকা এক এক করি,
হাসিতেছে উষা সতী॥
এস গো সখা এস গো—
কত দিন ধোরে বাতায়ন পাশে
একেলা বসিয়া সখা তব আশে,
দেহে বল নাই, চোখে ঘুম নাই;
পথ পানে চেয়ে রয়েছি সদাই—
এস গো সখা এস গো!——
সুমুখে তটিনী যেতেছে বহিয়া,
নিশ্বসিছে বায়ু রহিয়া রহিয়া,
লহরীর পর উঠিছে লহরী,
গণিতেছি বসি এক এক করি—
নাই রাতি নাই দিন।
ওই তৃণগুলি হরিত প্রান্তরে
নোয়াইছে মাথা মৃদু বায়ু ভরে,

সারা দিন যায়—সারা রাত যায়
শূন্য আঁখি মেলি চেয়ে আছি হায়—
নয়ন পলক-হীন।
বরষে বাদল, গরজে অশনি,
পলকে পলকে চমকে দামিনী,
পাগলের মত হেথায় হোথায়
আঁধার আকাশে বহিতেছে বায়,
অবিশ্রাম সারারাতি।
বহিতেছে বায়ু পাদপের পরে,
বহিছে আঁধার-প্রাসাদ-শিখরে,
ভগ্ন দেবালয়ে বহে হুহু করি,
জাগিয়া উঠিছে তটিনী-লহরী
তটিনী উঠিছে মাতি।
কোথায় গো সখা কোথা গো!
একাকী হেথায় বাতায়ন পাশে
রয়েছি বসিয়া সখা তব আশে,
দেহে বল নাই চোখে ঘুম নাই,
পথ পানে চেয়ে রয়েছি সদাই,
কোথায় গো সখা কোথা গো!

যাহারা যাহারা গিয়েছিল রণে,
সবাই ফিরিয়া এসেছে ভবনে,
প্রিয় আলিঙ্গনে প্রণয়িনীগণ
কাঁদিয়া হাসিয়া মুছিছে নয়ন
কোন জ্বালা নাহি জানে!
আমিই কেবল একা আছি প'ড়ে
পরিশ্রান্ত অতি—আশা ক'রে ক'রে—
নিরাশ পরাণ আরত রহে না,
আরত পারি না, আরত সহে না,
আরত সহেনা প্রাণে॥
এস গো সখা এস গো!
একাকী হেথায় বাতায়ন পাশে,
একেলা বসিয়া সখা তব আশে,
দেহে বল নাই, চোখে ঘুম নাই,
পথ পানে চেয়ে রয়েছি সদাই
এস গো সখা এস গো!—
আসে সন্ধ্যা হয়ে আঁধার আলয়ে—
একেলা রয়েছি বসি,
যে যাহার ঘরে আসিতেছে ফিরে,
জ্বলিছে প্রদীপ কুটীরে কুটীরে,

শ্রান্ত মাথা রাখি বাতায়ন দ্বারে
আঁধার প্রান্তরে চেয়ে আছি হা রে—
　আকাশে উঠিছে শশি।
কত দিন আর রহিব এমন,
মরণ হইলে বাঁচি রে এখন !
অবশ হৃদয়, দেহ দুরবল,
শুকায়ে গিয়াছে নয়নের জল,
　যেতেছে দিবস নিশি।
কোথায় গো সখা কোথা গো !
কত দিন ধোরে সখা তব আশে,
একেলা বসিয়া বাতায়ন পাশে,
দেহে বল নাই, চোখে ঘুম নাই,
পথ পানে চেয়ে রয়েছি সদাই
　কোথা গো সখা কোথা গো !—

(অপ্সরার উক্তি)

অদিতি-ভবন হইতে যখন
আসিতেছিলাম অলকা-পুরে,—
মাথার উপরে সাঁঝের গগন—
শারদ্‌ তটিনী বহিছে দূরে।

সাঁঝের কনক-বরণ সাগর
অলস ভাবে সে ঘুমায়ে আছে,
দেখিনু দারুণ বাধিয়াছে রণ
গউরী-শিখর গিরির কাছে।
দেখিনু সহসা বীর একজন
সমর-সাগরে গিরির মতন,
পদতলে আসি আঘাতে লহরী
তবুও অটল পারা।
বিশাল ললাটে ভ্রূভঙ্গীটি নাই,
শান্ত ভাব জাগে নয়নে সদাই--
উরস বরষে বরষার মত
বরিষে বাণের ধারা।
অশনি-ধ্বনিত ঝটিকার মেঘে
দেখেছি ত্রিদশপতি,
চারি দিকে সব ছুটিছে ভাঙ্গিছে,
তিনি সে মহান্ অতি;
এমন উদার শান্ত ভাব বুঝি
দেখি নি তাঁহারো কভু।
পৃথ্বী নত হয় যাঁহার অসিতে,
স্বরগ যে জন পারেন শাসিতে,

দুরবল এই নারী-হৃদয়ের
তাঁহারে করিনু প্রভু।
দিলাম বিছায়ে দিব্য পাখা-ছায়া
মাথার উপরে তাঁর,
মায়া দিয়া তাঁরে রাখিনু আবরি
নাশিতে বাণের ধার।
প্রতি পদে পদে গেনু সাথে সাথে
দেখিনু সমর ঘোর—
শোণিত হেরিয়া শিহরি উঠিল
আকুল হৃদয় মোর।
থামিল সমর জয়ী বীর মোর
উঠিলা তরণী পরে,
বহিল মৃদুল পবন, তরণী
চলিল গরব ভরে।
গেল কত দিন, পূরব গগনে
উঠিল জলদ রেখা।
মুহু ঝলকিয়া ক্ষীণ সৌদামিনী
দূর হতে দিল দেখা।
ক্রমশঃ জলদ ছাইল আকাশ
অশনি সরোষে জ্বলি,

মাথার উপর দিয়া তরণীর
অভিশাপ গেল বলি।
সহসা ভ্রুকুটী উঠিল সাগর
পবন উঠিল জাগি,
শতেক উরমি মাতিয়া উঠিল,
সহসা কিসের লাগি।
দারুণ উল্লাসে সফেন সাগর
অধীর হইল হেন—
ভাঙ্গে-ব্বিভোলা মহেশের মত
নাচিতে লাগিল যেন।
তরণীর পরে একেলা অটল
দাঁড়ায়ে বীর আমার,
শুনি ঝটিকার প্রলয়ের গীত
বাজিছে হৃদয় তাঁর।
দেখিতে দেখিতে ডুবিল তরণী
ডুবিল নাবিক যত—
যুঝি যুঝি বীর সাগরের সাথে
হইল চেতন হত।
আকাশ হইতে নামিয়া, ছুঁইনু
অধীর জলধি জল,

পদতলে আসি করিতে লাগিল
 উরমিরা কোলাহল।
অধীর পবনে ছড়ায়ে পড়িল
 কেশপাশ চারি ধার—
সাগরের কানে ঢালিতে লাগিনু
 সুধীরে গীতের ধার!

গীত।

কেন গো সাগর এমন চপল,
 এমন অধীর প্রাণ,
শুন গো আমার গান
তবে শুন গো আমার গান!
পূরণিমা-নিশি আসিবে যখন
 আসিবে যখন ফিরে—
তার মেঘের ঘোমটা সরায়ে দিব গো
 খুলিয়ে দিব গো ধীরে!
যত হাসি তার পড়িবে তোমার
 বিশাল হৃদয় পরে,
কত আনন্দে উরমি জাগিবে তখন
 নাচিবে পুলক ভরে।

তবে থামগো সাগর থামগো,
কেন হয়েছ অধীর-প্রাণ ?
আমি লহরী-শিশুরে করিব তোমার
তারার খেলেনা দান।
দিকবালাদের বলিয়া দিব
আঁকিবে তাহারা বসি,
প্রতি উরমির মাথায় মাথায়
একটি একটি শশি।
তটিনীরে আমি দিবগো শিখায়ে
না হবে তাহার আন,
তারা গাহিবে প্রেমের গান,
তারা কানন হইতে আনিবে কুসুম
করিবে তোমারে দান—
তারা হৃদয় হইতে শত প্রেম-ধারা
করাবে তোমারে পান।
তবে থাম গো সাগর—থাম গো,
কেন হয়েছ অধীর-প্রাণ ?
যদি উরমি-শিশুরা নীরব-নিশীথে
ঘুমাতে নাহিক চায়,

তবে জানিও সাগর বোলে দিব আমি
আসিবে মৃদুল বায়—
কানন হইতে করিয়া তাহারা
ফুলের সুরভি পান,
কানে কানে ধীরে গাহিয়া যাইবে
ঘুম পাড়াবার গান!
অমনি তাহারা ঘুমায়ে পড়িবে
তোমাব বিশাল বুকে,
ঘুমায়ে ঘুমায়ে দেখিবে তখন
চাঁদের স্বপন সুখে।
যদি কভু হয় খেলাবার সাধ,
আমারে কহিও তবে—
শতেক পবন আসিবে অমনি
হরষ-আকুল রবে—
সাগর-অচলে ঘেরিয়া ঘেরিয়া
হাসিয়া সফেন হাসি
মাথার উপরে ঢালিও তাহার
প্রবাল মুকুতা-রাশি।
তবে রাখগো আমার কথা,
তবে শুনগো আমার গান,

তবে থামগো সাগর, থামগো
কেন হয়েছ অধীর-প্রাণ ?
দেখ প্রবাল-আলয়ে সাগর বালা
গাঁথিতেছিল গো মুকুতা-মালা,
গাহিতেছিল গো গান,
আঁধার-অলক কপোলের শোভা
করিতেছিল গো পান !
কেহবা হরষে নাচিতেছিল
হরষে পাগল-পারা,
কেশ-পাশ হতে ঝরিতেছিল
নিটোল মুকুতা-ধারা !
কেহ মণিময় গুহায় বসিয়া
মৃদু অভিমান ভরে,
সাধাসাধি করে প্রণয়ী আসিয়া
একটি কথার তরে।
এমন সময়ে শতেক উরমি
সহসা মাতিয়ে উঠেছে সুখে,
সহসা এমন লেগেছে আঘাত
আহা সে বালার কোমল-বুকে !

ওই দেখ দেখ—আঁচল হইতে
ঝরিয়া পড়িল মুকুতা রাশি—
ওই দেখ দেখ—হাসিতে হাসিতে
চমক লাগিয়া ঘুচিল হাসি,
ওই দেখ দেখ—নাচিতে নাচিতে
থমকি দাঁড়ায় মলিন মুখে—
ওই দেখ বালা অভিমান ত্যজি
ঝাঁপায়ে পড়িল প্রণয়ী-বুকে!
থামগো সাগর, থামগো—থামগো
হোয়োনা অমন পাগল পারা—
আহা, দেখ দেখি সাগর-ললনা
ভয়ে একেবারে হয়েছে সারা!
বিবরণ হয়ে গিয়েছে কপোল
মলিন হইয়ে গিয়েছে মুখ,
সভয়ে মুদিয়া আসিছে নয়ন
থর থর করি কাঁপিছে বুক!
আহা থাম তুমি থামগো—
হোয়োনা অধীর প্রাণ,
রাখগো আমার কথা
ওগো শোনগো আমার গান!

যদি না রাখ আমার কথা,
যদি না থামে প্রমোদ তব,
তবে জানিও সাগর জানিও
আমি সাগর-বালারে কব।
তারা জোছনা-নিশীথে ত্যজিয়া আলয়
সাজিয়া মুকুতা-বেশে
হাসি হাসি আর গাহিবে না গান
তোমার উপরে এসে।
যেরূপ হেরিয়া লহরীরা তব
হইত পাগল মত,
যে গানে মজিয়া কানন ত্যজিয়া
আসিত বায়ুরা যত।
আধ খানি তনু সলিলে লুকান,
সুনিবিড় কেশ রাশি
লহরীর সাথে নাচিয়া নাচিয়া
সলিলে পড়িত আসি,
অধীর উরমি মুখ চুমিবারে
যতন করিত কত,
নিরাশ হইয়া পড়িত ঢলিয়া
মরমে মিশায়ে যেত।

সে বালারা আর আসিবে না,
সে মধুর হাসি হাসিবে না,
জোছনায় মিশি সে রূপের ছায়া
সলিলে তোমার ভাসিবে না,
তবে থাম গো সাগর থাম গো
কেন হয়েছ অধীর প্রাণ,
তুমি রাখ এ আমার কথা
তুমি শোন এ আমার গান।

দেখিতে দেখিতে শতেক উঁরমি
সাগর উরসে ঘুমায়ে এল,
দেখিতে দেখিতে মেঘেরা মিলিয়া
সুদূর শিখরে খেলাতে গেল।
যে মহা পবন সাগর হৃদয়ে
প্রলয় খেলায় আছিল রত,
অতি ধীরে ধীরে কপোল আমার
চুমিতে লাগিল প্রণয়ী মত।
গীত রব মোর দ্বীপের কাননে
বহিয়া লইয়া গেল সে ধীরে

"কে গায়" বলিয়া কানন-বালারা
থামিতে কহিল পাপিয়াটিরে।
বীরেরে তখন লইয়া এলাম
অমর দ্বীপের কানন তীরে,
কুসুম শয়নে অচেতন দেহ
যতন করিয়া রাখিনু ধীরে।
চেতন পাইয়া উঠিল জাগিয়া
অবাক্ রহিল চাহি,
পৃথিবীর স্মৃতি ঢাকিয়া ফেলিনু
মায়াময় গীত গাহি।
নূতন জীবন পাইয়া তখন
উঠিল সে বীর ধীরে,
সহসা আমারে দেখিতে পাইল
দাঁড়ায়ে সাগর-তীরে।
নিমেষ হারায়ে চাহিয়া রহিল
অবাক্ নয়ন তার,
দেখিয়া দেখিয়া কিছুতেই যেন
দেখা ফুরায় না আর!
যেন আঁখি তার করিয়াছে পণ
এইরূপ এক ভাবে

নিমেষ না ফেলি চাহিয়া চাহিয়া
পাষাণ হইয়া যাবে।
রূপে রূপে যেন ডুবিয়া গিয়াছে
তাহার হৃদয় তল,
অবশ আঁখির পলক ফেলিতে
যেন রে নাইক বল!
কাছে গিয়া তার পরশিনু বাহু
চমকি উঠিল হেন—
তিখিনী তিখিনী অশনি সমান
বিঁধেছে যে দেহে শত শত বাণ,
নারীর কোমল পরশ টুকুও
তার সহিল না যেন!
কাছে গেলে যেন পারেনা সহিতে,
অভিভূত যেন পড়ে সে মহীতে,
রূপের কিরণে মন যেন তার
মুদিয়া ফেলে গো আঁখি,
সাধ যেন তার দেখিতে কেবল
অতিশয় দূরে থাকি!

নায়কের উক্তি।

কি হল গো, কি হল আমার!
বনে বনে সিন্ধু তীরে, বেড়াতেছি ফিরে ফিরে,
কি যেন হারান ধন খুঁজি অনিবার!
সহসা ভুলিয়ে যেন গিয়েছি কি কথা!
এই মনে আসে-আসে, আর যেন আসে না সে,
অধীর-হৃদয়ে শেষে ভ্রমি হেথা হোথা।
এ কি হল, এ কি হল ব্যথা!
সম্মুখে অপার সিন্ধু দিবস যামিনী
অবিশ্রাম কল তানে কি কথা বলে কে জানে,
লুকান আঁধার প্রাণে কি এক কাহিনী।
সাধ যায় ডুব দিই, ভেদি গভীরতা
তল হতে তুলে আনি সে রহস্য কথা।
বায়ু এসে কি যে বলে পারিনে বুঝিতে,
প্রাণ শুধু রহে গো যুঝিতে!
পাপিয়া একাকী কুঞ্জে কাঁপায় আকাশ,
শুনে কেন উঠেরে নিশ্বাস!
ওগো, দেবি, ওগো বনদেবি,
বল মোরে কি হয়েছে মোর!

কি ধন হারায়ে গেছে, কি সে কথা ভুলে গেছি,
হৃদয় ফেলেছে ছেয়ে কি সে ঘুমঘোর।
ঐ যে সব লতাপাতা হেরি চারি পাশে
এরা সব জানে যেন তবুও বলেনা কেন!
আধখানি বলে, আর দুলে দুলে হাসে!
নিশীথে ঘুমাই যবে, কি যেন স্বপন হেরি
প্রভাতে আসেনা তাহা মনে,
কে পারে গো ছিঁড়ে দিতে এ প্রাণের আবরণ—
কি কথা যে রেখেছে গোপনে।
কি কথা সে!
এ হৃদয় অগ্নিগিরি দহিতেছে ধীরি ধীরি
কোন্ খানে কিসের হুতাশে!

অপ্সরার উক্তি।

হ'লনা গো হ'ল না।
প্রেম সাধ বুঝি পূরিল না।
বল সখা বল কি করিব বল,
কি দিলে জুড়াবে হিয়া!

বাছিয়া বাছিয়া তুলিয়াছি ফুল,
তুলেছি গোলাপ, তুলেছি বকুল,
নিজ হাতে আমি রচেছি শয়ন
কমল কুসুম দিয়া।
কাঁটাগুলি সব ফেলেছি বাছিয়া,
রেণুগুলি ধীরে দিয়েছি মুছিয়া,
ফুলের উপরে গুছায়েছি ফুল
মনের মতন করি,
শীতল শিশির দিয়েছি ছিটায়ে
অনেক যতন করি।
হল না গো হল না,
প্রেম সাধ বুঝি পূরিল না!
শুন ও গো সখা, বনবালারে
দিয়েছি যে আমি বলি,
প্রতি শাখে শাখে গাইবে পাখী
প্রতি ফুলে ফুলে অলি।
দেখ চেয়ে দেখ বহিছে তটিনী,
বিমল তটিনী গো।
এত কথা তার রয়েছে প্রাণে,
বলিবারে চায় তটের কানে

তবুও গভীর প্রাণের কথা
ভাষায় ফুটেনি গো!
দেখ হোথা ওই সাগর আসি
চুমিছে রজত বালুকা রাশি,
দেখ হেথা চেয়ে চপল চরণে
চলেছে নিঝর ধারা,
তীরে তীরে তার রাশি রাশি ফুল,
হাসি হাসি তারা হতেছে আকুল,
লহরে লহরে ঢলিয়া ঢলিয়া
খেলায়ে খেলায়ে হতেছে সারা।
হল না গো হল না
প্রেম সাধ বুঝি পূরিল না।
তবে শুনিবে কি সখা গান?
তবে খুলিয়া দিব কি প্রাণ?
তবে চাঁদের হাসিতে নীরব নিশীথে
মিশাব ললিত তান?
আমি গাব হৃদয়ের গান।
আমি গাব প্রণয়ের গান।
কভু হাসি কভু সজল নয়ন,
কভু বা বিরহ কভু বা মিলন,

কভু সোহাগেতে ঢল ঢল তনু
কভু মধু অভিমান।
কভু বা হৃদয় যেতেছে ফেটে,
সরমে তবুও কথা না ফুটে,
কভু বা পাষাণে বাঁধিয়া মরম
কাটিয়া যেতেছে প্রাণ।
হল না গো হল না
মনোসাধ আর পূরিল না।
এস তবে এস মায়ার বাঁধন
খুলে দিই ধীরে ধীরে,
যেথা সাধ যাও আমি একাকিনী
বসে থাকি সিন্ধু তীরে।

গান।

সোনার পিঞ্জর ভাঙ্গিয়ে আমার
প্রাণের পাখীটি উড়িয়ে যাক্!
সে যে হেথা গান গাহে না,
সে যে মোরে আর চাহে না,
সুদূর কানন হইতে সে যে
শুনেছে কাহার ডাক,
পাখীটি উড়িয়ে যাক্!

মুদিত নয়ন খুলিয়ে আমার
সাধের স্বপন যায়রে যায় ;
হাসিতে অশ্রুতে গাঁথিয়া গাঁথিয়া
দিয়েছিনু তার বাহুতে বাঁধিয়া,
আপনার মনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ছিঁড়িয়া ফেলেছে হায়রে হায় !
সাধের স্বপন যায়রে যায় !
যে যায় সে যায় ফিরিয়ে না চায়,
যে থাকে সে শুধু করে'হায় হায়,
নয়নের জল নয়নে শুকায়,
মরমে লুকায় আশা।
বাঁধিতে পারে না আদরে সোহাগে,
রজনী পোহায়, ঘুম হতে জাগে,
হাসিয়া কাঁদিয়া বিদায় সে মাগে,
আকাশে তাহার বাসা।
যায় যদি তবে যাক্,
একবার তবু ডাক্ !
কি জানি যদিরে প্রাণে কাঁদে তার
তবে থাক্ তবে থাক্ ।

প্রভাতী।

শুন, নলিনী খোলগো আঁখি,
ঘুম এখনো ভাঙ্গিল না কি !
দেখ, তোমারি দুয়ার পরে
সখি এসেছে তোমারি রবি।
শুনি, প্রভাতের গাথা মোর
দেখ ভেঙ্গেছে ঘুমের ঘোর,
দেখ জগৎ উঠেছে নয়ন মেলিয়া
নূতন জীবন লভি !
তবে তুমি গো সজনি, জাগিবে না কি
আমি যে তোমারি কবি।
শুন, আমার কবিতা তবে,
আমি গাহিব নীরব রবে
ভবে নব জীবনের গান।
প্রভাত জলদ, প্রভাত সমীর,
প্রভাত বিহগ, প্রভাত শিশির
সমস্বরে তারা সকলে মিলি
মিশাবে মধুর তান !
প্রতিদিন আসি, প্রতিদিন হাসি,
প্রতিদিন গান গাহি,

প্রতিদিন প্রাতে শুনিয়া সে গান
ধীরে ধীরে উঠি চাহি।
আজিও এসেছি চেয়ে দেখ দেখি,
আর ত রজনী নাহি।
শিশিরে মুখানি মাজি,
সখি, লোহিত বসনে সাজি,
দেখ বিমল সরসী আরসীর পরে
অপরূপ রূপ রাশি।
তবে, থেকে থেকে ধীরে নুইয়া পড়িয়া,
নিজ মুখছায়া আধেক হেরিয়া,
ললিত অধরে উঠিবে ফুটিয়া
সরমের মৃদুহাসি।

কামিনী ফুল।

ছি ছি সখা কি করিলে, কোন্ প্রাণে পরশিলে,
কামিনী কুসুম ছিল বন আলো করিয়া,
মানুষ পরশ ভরে শিহরিয়া সকাতরে
ওই যে শতধা হয়ে পড়িল গো ঝরিয়া।
জান ত কামিনী সতী, কোমল কুসুম অতি,
দূর হতে দেখিবারে, ছুঁইবারে নহে সে,
দূর হতে মৃদু বায়, গন্ধ তার দিয়ে যায়,
কাছে গেলে মানুষের শ্বাস নাহি সহে সে।
মধুপের পদক্ষেপে পড়িতেছে কেঁপে কেঁপে,
কাতর হতেছে কত প্রভাতের সমীরে!
পরশিতে রবিকর শুকাইছে কলেবর,
শিশিরের ভরটুকু সহিছে না শরীরে।
হেন কোমলতাময় ফুল কি না ছুঁলে নয়!
হায়রে কেমন বন ছিল আলো করিয়া!
মানুষ পরশ ভরে শিহরিয়া সকাতরে,
ওই যে শতধা হয়ে পড়িল গো ঝরিয়া!

ছিন্ন লতিকা।

সাধের কাননে মোর রোপন করিয়াছিনু
একটি লতিকা, সখি, অতিশয় যতনে,
প্রতিদিন দেখিতাম নানা বরণের ফুল
ফুটিয়াছে শত শত হাসি হাসি আননে।
প্রতিদিন সযতনে ঢালিয়া দিতাম জল,
প্রতিদিন ফুল তুলে গাঁথিতাম মালিকা,
সোনার লতাটি আহা বন করেছিল আলো,
সে লতা ছিঁড়িতে আছে নিরদয় বালিকা!
কেমন বনের মাঝে ছিল সে মনের সুখে
গাঁঠে গাঁঠে শিরে শিরে জড়াইয়া পাদপে,
প্রেমের সে আলিঙ্গনে রেখেছিল স্নিগ্ধ করি
কোমল পল্লবদলে নিবারিয়া আতপে,
এতদিন ফুলে ফুলে ছিল হাসি-হাসি মুখ
শুকায়ে লুটায় ভূমে আহা সেই লতিকা,
ছিন্ন অবশেষ টুকু এখনো জড়ানো বুকে
এ লতা ছিঁড়িতে আছে নিরদয় বালিকা!

লাজময়ী।

কাছে তার যাই যদি   কত যেন পায় নিধি
তবু হরষের হাসি ফুটে ফুটে ফুটে না।
কখন বা মৃদু হেসে   আদর করিতে এসে
সহসা সরমে বাধে মন উঠে উঠে না।
অভিমানে যাই দূরে,   কথা তার নাহি ফুরে
চরণ বারণ তরে উঠে উঠে উঠে না।
কাতর নিশ্বাস ফেলি,   আকুল নয়ন মেলি
চেয়ে থাকে, লাজ বাঁধ তবু টুটে টুটে না।
যখন ঘুমায়ে থাকি   মুখপানে মেলি আঁখি
চাহি দেখে দেখি দেখি সাধ যেন মিটে না।
সহসা উঠিলে জাগি,   তখন কিসের লাগি
মরমেতে ম'রে গিয়ে কথা যেন ফুটে না!
লাজময়ি তোর চেয়ে   দেখি নি লাজুক মেয়ে
প্রেম বরিষার স্রোতে লাজ তবু ছুটে না।

প্রেম-মরীচিকা।

রাগিণী ঝিঁজিট খাম্বাজ।

ও কথা বোল না তারে, কভু সে কপট না রে,
আমার কপাল-দোষে চপল সে জন!
অধীর হৃদয় বুঝি শান্তি নাহি পায় খুঁজি,
সদাই মনের মত করে অন্বেষণ।
ভাল সে বাসিত যবে করে নি ছলনা।
মনে মনে জানিত সে, সত্য বুঝি ভাল বাসে,
বুঝিতে পারে নি তাহা যৌবন-কল্পনা।
হরষে হাসিত যবে, হেরিয়ে আমায়
সে হাসি কি সত্য নয়?—সে যদি কপট হয়
তবে সত্য ব'লে কিছু নাহি এ ধরায়!
স্বচ্ছ দর্পণের মত বিমল সে হাস
হৃদয়ের প্রতি ছায়া করিত প্রকাশ।
তাহা কপটতাময়?—কখনো কখনো নয়,
কে আছে সে হাসি তার করে অবিশ্বাস।
ও কথা বোল না তারে, কভু সে কপট না রে,
আমার কপাল-দোষে চপল সে জন,
প্রেম-মরীচিকা হেরি, ধায় সত্য মনে করি
চিনিতে পারে নি সে যে আপনার মন॥

গোলাপ-বালা।

(গোলাপের প্রতি বুল্‌বুল্)

রাগিণী—বেহাগ।

বলি, ও আমার গোলাপ বালা,
বলি, ও আমার গোলাপ বালা,
তোল' মুখানি, তোল' মুখানি,
কুসুম কুঞ্জ কর আলা।
বলি, কিসের সরম এত ?
সখি, কিসের সরম এত ?
সখি, পাতার মাঝারে লুকায়ে মুখানি
কিসের সরম এত ?
বালা, ঘুমায়ে পড়েছে ধরা,
সখি, ঘুমায় চাঁদিমা তারা,
প্রিয়ে, ঘুমায় দিক্ বালারা,
প্রিয়ে, ঘুমায় জগত যত।
সখি, বলিতে মনের কথা
বল' এমন সময় কোথা ?
প্রিয়ে, তোল' মুখানি আছে গো আমার
প্রাণের কথা কত !

আমি, এমন সুধীর স্বরে
সখি, কহিব তোমার কানে,
প্রিয়ে, স্বপনের মত সে কথা আসিয়ে
পশিবে তোমার প্রাণে।
আর কেহ শুনিবে না, কেহ জাগিবে না,
প্রেম-কথা শুনি প্রতিধ্বনি বালা
উপহাস সখি করিবে না,
পরিহাস সখি করিবে না।
তবে মুখানি তুলিয়া চাও!
সুধীরে মুখানি তুলিয়া চাও!
সখি একটি চুম্বন দাও।
গোপনে একটি চুম্বন চাও।
সখি তোমারি বিহগ আমি,
বালা, কাননের কবি আমি,
আমি সারারাত ধোরে, প্রাণ,
করিয়া তোমারি প্রণয় পান,
সুখে সারাদিন ধোরে গাহিব সজনি,
তোমারি প্রণয় গান!
সখি, এমন মধুর স্বরে
আমি গাহিব সে সব গান,

দূরে, মেঘের মাঝারে আবরি তনু
ঢালিব প্রেমের তান—
তবে— মজিয়া সে প্রেম-গানে,
সবে চাহিবে আকাশ পানে,
তা'রা ভাবিবে গাইছে অপসর কবি
প্রেয়সীর গুণ গান।
তবে মুখানি তুলিয়া চাও!
সুধীরে মুখানি তুলিয়া চাও!
নীরবে একটি চুম্বন দাও,
গোপনে একটি চুম্বন চাও!

হর-হৃদে কালিকা।

কে তুইলো হর-হৃদি আলো করি দাঁড়ায়ে,
ভিখারীর সর্ব্বত্যাগী বুকখানি মাড়ায়ে ?
নাই হোথা সুখ আশা, বিষয়ের কামনা,
নাই হোথা সংসারের—পৃথিবীর ভাবনা !
আছে শুধু ওই রূপে বুকখানি ভরিয়ে—
আছে শুধু ওই রূপে মনে মন মরিয়ে।
বুকের জ্বলন্ত শিরে রক্তরাশি নাচায়ে,
পাষাণ পরাণ খানি এখনও বাঁচায়ে,
নাচিছে হৃদয় মাঝে জোতির্ম্ময়ী কামিনী,
শোণিত তরঙ্গে ছুটে প্রস্ফুরিত দামিনী।
ঘুমায়েছে মনখানা ঘুমায়েছে প্রাণ গো,
এক স্বপ্নে ভরা শুধু হৃদয়ের স্থান গো !
জগতে থাকিয়া আমি থাকি তার বাহিরে,
জগৎ বিদ্রূপ ছলে পাগল ভিখারী বলে,
তাই আমি চাই হতে আর কিবা চাহিরে !
ভিখারী করিব ভিক্ষা বাঘাম্বর পরিয়ে
বিমোহন রূপখানি হৃদিমাঝে ধরিয়ে।

*　　*　　*

একদা প্রলয় শিঙ্গা বাজিয়া রে উঠিবে!
অমনি নিভিবে রবি, অমনি মিশাবে তারা
অমনি এ জগতের রাশ-রজ্জু টুটিবে।
আলোক-সর্ব্বস্ব হারা, অন্ধ যত গ্রহ তারা
দারুণ উন্মাদ হয়ে মহা শূন্যে ছুটিবে!
ঘুম হতে জাগি উঠি রক্ত আঁখি মেলিয়া
প্রলয়, জগৎ লয়ে বেড়াইবে খেলিয়া।
প্রলয়ের তালে তালে ওই বামা নাচিবে,
প্রলয়ের তালে তালে এই হৃদি বাজিবে!
আঁধার কুন্তল তোর মহা শূন্য জুড়িয়া
প্রলয়ের কাল ঝড়ে বেড়াইবে উড়িয়া!
অন্ধকারে দিশাহারা, কম্পমান গ্রহ তারা
চরণের তলে আসি পড়িবেক গুঁড়ায়ে,
দিবি সেই বিশ্ব-চূর্ণ নিঃশ্বাসেতে উড়ায়ে!
এমনি রহিব স্তব্ধ ওই মুখে চাহিয়া—
দেখিব হৃদয় মাঝে, কেমনে ও বামা নাচে
উন্মাদিনী, প্রলয়ের ঘোর গীতি গাহিয়া!
জগতের হাহাকার যবে স্তব্ধ হইবে,
ঘোর স্তব্ধ, মহা স্তব্ধ, মহা শূন্য রহিবে,
আঁধারের সিন্ধু রবে অনন্তেরে গ্রাসিয়া,

সে মহান্ জলধির নাই উর্ম্মি নাই তীর
সেই স্তব্ধ সিন্ধু ব্যাপি রব আমি ভাসিয়া ;
তখনো র'বি কি তুই এই বুকে দাঁড়ায়ে,
ভাবনা বাসনা হীন এই বুক মাড়ায়ে ?

ভগ্নতরী।

(গাথা)

প্রথম সর্গ।

ডুবিছে তপন, আসিছে আঁধার,
দিবা হল অবসান,
ঘুমায় সাঁঝের সাগর, করিয়া
কনক-কিরণ পান।
অলস লহরি তটের চরণে
ঘুমে পড়িতেছে ঢুলি,
ঐ উহার গায়ে পড়েছে এলায়ে
ভাঙ্গাচোরা মেঘ গুলি।
কনক-সলিলে লহরী তুলিয়া
তরণী ভাসিয়া যায়;
উড়িয়াছে পাল, নাচিছে নিশান,
বহে অনুকূল-বায়।
শত কণ্ঠ হতে সাঁঝের আকাশে
উঠিছে সুখের গীত,
তালে তালে তার, পড়িতেছে দাঁড়
ধ্বনিতেছে চারি ভিত।

বাজিতেছে বীণা, বাজিতেছে বাঁশি,
বাজিতেছে ভেরি কত,
কেহ দেয় তালি, কেহ ধরে তান,
কেহ নাচে জ্ঞানহত।
তারকা উঠিছে ফুটিয়া ফুটিয়া,
আকাশে উঠিছে শশি,
উছলি উছলি উঠিছে সাগর
জোছনা পড়িছে খসি।
অতি নিরিবিলি, নিরালায় দেখ
না মিশিয়া কোলাহলে,
ললিতা হোথায়, পতি সাথে তার
বসি আছে গলে গলে।
অজিতের গলে বাঁধি বাহুপাশ
বুকেতে মাথাটি রাখি,
ঢলঢল তনু গল'গল' কথা
ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি।
আধো আধো হাসি অধরে জড়িত,
সুখের নাহি যে ওর,
প্রণয়-বিভল প্রাণের মাঝারে
লেগেছে ঘুমের ঘোর।

পরশিছে দেহ নিশীথের বায়ু
অতি ধীর মৃদু-শ্বাসে,
লহরীরা আসি করে কলরব
তরণীর আশে পাশে।
মধুর মধুর সকলি মধুর
মধুর আকাশ ধরা,
মধু-রজনীর মধুর অধর
মধু জোছনায় ভরা।
যেতেছে দিবস, চলেছে তরণী
অনুকূল বায়ু ভরে।
ছোট ছোট ঢেউ মাথা-গুলি তুলি
টল মল করি পড়ে।
প্রণয়ীর কাল যেতেছে, তুলিয়া
শত বরণের পাখা,
মৃদু বায়ু ভরে লঘু মেঘ যেন
সাঁঝের কিরণ মাখা।
আদরে ভাসিয়া গাহিছে অজিত
চাহি ললিতার পানে
মরম গলানো সোহাগের গীত
আবেশ-অবশ প্রাণে ;—

গান।

পাগলিনী তোর লাগি কি আমি করিব বল্?
কোথায় রাখিব তোরে খুজে না পাই ভূমণ্ডল!
আদরের ধন তুমি　আদরে রাখিব আমি
আদরিণি, তোর লাগি পেতেছি এ বক্ষস্থল।
আয় তোরে বুকে রাখি, তুমি দেখ আমি দেখি,
শ্বাসে শ্বাস মিশাইব আঁখি জলে আঁখি জল।

হরষে কভুবা গাইছে ললিতা
অজিতের হাত ধরি,
মুখ পানে তার চাহিয়া চাহিয়া
প্রেমে আঁখি দুটি ভরি।

গান।

ওই কথা বল সখা, বল আর বার,
ভাল বাস' মোরে তাহা বল বার-বার!
কতবার শুনিয়াছি　তবুও আবার যাচি,
ভাল বাসো মোরে তাহা বল গো আবার!

...　...　...　...

সান্ধ্য দিকবধূ স্তব্ধ ভয় ভারে,
একটি নিশ্বাস পড়ে না তার;

ঈশান-গগনে করিছে মন্ত্রণা
  মিলিয়া অযুত জলদ-ভার।
তড়িত-ছুরিতে বিঁধিয়া বিঁধিয়া
  ফেলিছে আঁধারে শতধা করি,
দূর ঝটিকার রথ চক্ররব
  ঘোষিছে অশনি ত্রিলোক ভরি।
সহসা উঠিল ঘোর গরজন
  প্রলয় ঝটিকা আসিছে ছুটে,
ছিন্ন মেঘ-জাল দিগ্বিদিকে ধায়,
  ফেনিল তরঙ্গ আকুলি উঠে।
পাগলের মত তরীযাত্রী যত
  হেথা হোথা ছুটে তরণী পরে,
ছিঁড়িতেছে কেশ, হানিতেছে বুক,
  করে হাহাকার কাতর স্বরে!
ছিন্ন-তার বীণা যায় গড়াগড়ি,
  অধীরে ভাঙ্গিয়া ফেলেছে বাঁশি,
ঝটিকার স্বর দিতেছে ডুবায়ে
  শতেক কণ্ঠের বিলাপ রাশি।
তরণীর পাশে নীরব অজিত,
  ললিতা অবাক্ হিয়া,

মাথাটি রাখিয়া অজিতের কাঁধে
রহিয়াছে দাঁড়াইয়া।
কি ভয় মরণে, এক সাথে যবে
মরিবে দুজনে মিলি?
মুকুতা শয়নে সাগরের তলে
ঘুমাইবে নিরিবিলি!
দুইটী প্রণয়ী বাঁধা গলে গলে
কাছাকাছি পাশাপাশি,
পশিবে না সেথা দ্বেষ কোলাহল,
কুটিল কঠোর হাসি।
ঝটিকার মুখে হীনবল তরী
করিতেছে টলমল,
উঠিছে, নামিছে, আছাড়ি পড়িছে
ভিতরে পশিছে জল।
বাঁধিল ললিতা অজিতের বাহু
দৃঢ়তর বাহু ডোরে,
আদরে অজিত ললিত-অধর
চুমিল হৃদয় ভোরে।
ললিতা-কপোলে বাহিয়া পড়িল
নয়নের জল দুটি,

নবীন সুখের স্বপন, হায়রে,
মাঝখানে গেল টুটি।
"আয় সখি আয়," কহিল অজিত
হাত ধরাধরি করি—
দুজনে মিলিয়া ঝাঁপায়ে পড়িল,
আকুল সাগর পরি॥

দ্বিতীয় সর্গ।

নব-রবি সুবিমল কিরণ ঢালিয়া
নিশার আঁধার রাশি ফেলিল ক্ষালিয়া।
ঝটিকার অবসানে প্রকৃতি সহাস,
সংযত করিছে তার এলোথেলো বাস।
খেলায়ে খেলায়ে শ্রান্ত সারাটি যামিনী,
মেঘ কোলে ঘুমাইয়া পড়েছে দামিনী।
থেকে থেকে স্বপনেতে চমকিয়া চায়,
ক্ষীণ হাসি খানি হেসে আবার ঘুমায়।
শান্ত লহরীরা এবে শ্রান্ত পদক্ষেপে
তীর-উপলের পরে পড়ে কেঁপে কেঁপে।
দ্বীপের শৈলের শির প্লাবিত করিয়া,
অজস্র কনক ধারা পড়িছে ঝরিয়া।

মেঘ, দ্বীপ, জল, শৈল, সব স্থরঞ্জিত,
সমস্ত প্রকৃতি গায় স্বর্ণ-ঢালা গীত।
বহু দিন হতে এক ভগ্নতরী জন
করিছে বিজন দ্বীপে জীবন যাপন।
বিজনতা-ভারে তার অবসন্ন বুক,
কত দিন দেখে নাই মানুষের মুখ।
এত দিন মৌন আছে না পেয়ে দোসর,
শুনিলে চমকি উঠে আপনার স্বর।
সুরেশ প্রভাতে আজি ছাড়িয়া কুটীর
ভ্রমিতে ভ্রমিতে এল সাগরের তীর।
বিমল প্রভাতে আজি শান্ত সমীরণ
ধীরে ধীরে করে তার দেহ আলিঙ্গন।
নীরবে ভ্রমিছে কত—একিরে—একিরে—
সুমুখে কি দেখিতেছি সাগরের তীরে ?
রূপসী ললনা এক রয়েছে শয়ান,
প্রভাত-কিরণ তার চুমিছে বয়ান ;
মুদিত নয়ন ছুটি, শিথিলিত কায় ;
সিক্ত কেশ এলোথেলো শুভ্র বালুকায়।
প্রতিক্ষণে লহরীরা ঢলিয়া বেলায়,
এলানো কুন্তল লোয়ে কতনা খেলায়।

বহু দিন পরে যথা কারামুক্ত জন
হর্ষে অধীরিয়া উঠে হেরিয়া তপন,
বহুদিন পরে হেরি মানুষের মুখ,
উচ্ছ্বসি উঠিল সুখে সুরেশের বুক।
দেখিল এখনো বহে নিশ্বাস-সমীর,
এখনো তুষার-হিম হয়নি শরীর।
যতনে লইল তারে বাহুতে তুলিয়া,
কেশ পাশ চারি পাশে পড়িল খুলিয়া।
সুকুমার মুখ-খানি রাখি স্কন্ধোপরে,
দ্রুত পদে প্রবেশিল কুটীর ভিতরে।
কতক্ষণ পরে তবে লভিয়া চেতন,
ললিতা সুধীরে অতি মেলিল নয়ন।
দেখিল যুবক এক রয়েছে আসীন,
বিশাল নয়ন তার নিমেষ বিহীন ;
কুঞ্চিত কুন্তল-রাশি গৌর গ্রীবা পরে—
এলাইয়া পড়ি আছে অতি অনাদরে।
চমকি উঠিল বালা বিস্ময়ে বিহ্বল,
সরমে সম্বরে তার শিথিল অঞ্চল।
ভয়েতে অবশ দেহ, দুরু দুরু হিয়া—
আকুল হইয়া কিছু না পায় ভাবিয়া।

সহসা তাহার মনে পড়িল সকলি—
সহসা উঠিল বসি নব-বলে বলী।
সুরেশের মুখ পানে চাহিয়া চাহিয়া,
পাগলের মত বালা উঠিল কহিয়া ;
"কেন বাঁচাইলে মোরে কহ-মোরে কহ—
দুই প্রণয়ীর কেন ঘটালে বিরহ ?
অনন্ত মিলন যবে হইল অদূর—
দ্বার হতে ফিরাইয়া আনিলে নিষ্ঠুর !
দয়া কর একটুকু দুখিনীর প্রতি,
দিওনা তাপস-বর বাধা এক রতি—
মরিব—নিভাব প্রাণ সাগরের জলে
মিলিব সখার সাথে নীল সিন্ধুতলে,
উপরে উঠিবে ঝড়—উর্ম্মি শৈলাকার,
নিম্নে কিছু পশিবে না কোলাহল তার !"

তৃতীয় সর্গ।

মরমের ভার বহি—দারুণ যাতনা সহি
ললিতা সে কাটাইছে দিন।
নয়নে নাই সে জ্যোতি—হৃদয় অবশ অতি
শরীর হইয়া গেছে ক্ষীণ।

আলু থালু কেশ পাশ, বাঁধিতে নাহিক আশ,
উড়িয়া পড়িছে থাকি থাকি।
কি করুণ মুখ খানি—একটি নাইক বাণী
কেঁদে কেঁদে শ্রান্ত দুটী আঁখি।
যে দিকে চরণ ধায়, সে দিকে চলেছে হায়,
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাই মনে,
গাছের কাঁটার ধার, ছিঁড়িছে আঁচল তার
লতা-পাশ বাধিছে চরণে।
একাকী আপন মনে, ভ্রমিতে ভ্রমিতে বনে
যাইত সে তটিনীর তীরে,
লতায় পাতায় গাছে—আঁধার করিয়া আছে,
সেই খানে শুইত সুধীরে।
জল কলরব রাশি, প্রাণের ভিতরে আসি
ঢালিত কি বিষাদের ধারা!
ফাটিয়া যাইত বুক, বাহুতে ঢাকিয়া মুখ
কাঁদিয়া কাঁদিয়া হ'ত সারা।
কানন-শৈলের পায়ে, মধ্যাহ্নে গাছের ছায়ে
মলিন অঞ্চলে রাখি মাথা,
কত-কি ভাবিত হায়—উচ্ছ্বসি উঠিত বায়
ঝরিয়া পড়িত শুষ্ক পাতা।

গভীর নীরব রাতে—উঠিয়া শৈলের মাথে
বসিয়া রহিত একাকিনী—
তাঁরা-পানে চেয়ে চেয়ে, কত-কি ভাবিত মেয়ে,
পড়িত কি বিষাদ কাহিনী!
কি করিলে ললিতার—ঘুচিবে হৃদয় ভার
সুরেশ না পাইত ভাবিয়া—
কাতর হইয়া কত, যুবা তারে শুধাইত,
আগ্রহে অধীর তার হিয়া।
"রাখ কথা, শুন সখি, একবার বল দেখি,
কি করিব তোমার লাগিয়া?
কি চাও, কি দিব বালা, বল গো কিসের জ্বালা?
কি করিলে জুড়াবে ও হিয়া?"
করুণ মমতা পেয়ে—সুরেশের মুখ চেয়ে
অশ্রু উচ্ছ্বসিত দর দরে।
ললিতা কাতর রবে রুদ্ধকণ্ঠে কহে তবে
"সখা গো ভেবনা মোর তরে,
আমারে দিওনা দেখা—বিজনে রহিব একা
বিজনেই নিপাতিব দেহ।
এ দগ্ধ জীবন মোর, কাঁদিয়া করিব ভোর
জানিতেও পারিবে না কেহ!"

সুরেশ ব্যথিত হিয়া, একেলা বিজনে গিয়া
ভাবিত-কাঁদিত আনমনে—
প্রাণপণ করি তার, তবুও ত ললিতার
পারিল না অশ্রু বিমোচনে।
সুরেশ প্রভাতে উঠি—সারাটি কানন লুটি
তুলিয়া আনিত ফুল-ভার,
ফুলগুলি বাছি বাছি, গাঁথি লয়ে মালাগাছি
ললিতারে দিত উপহার।
নির্ঝরে লইত জল—তুলিয়া আনিত ফল
আহারের তরে বালিকার।
যতন করিয়া কত—পর্ণ-শয্যা বিছাইত
গুছাইত ঘর খানি তার।
* * * * *
শীতের তীব্রতা সহি—তপন কিরণে দহি,
করিয়া শতেক অত্যাচার,
মনের ভাবনা ভরে অবসন্ন কলেবরে
পাড়া অতি হল ললিতার।
অনলে দহিছে বুক—শুকায়ে যেতেছে মুখ,
শুষ্ক অতি রসনা তৃষায়,
নিশ্বাস অনলময়' শয্যা অগ্নি মনে হয়,
ছটফট করে যাতনায়।

ত্যজিয়া আহার পান সারা রাত্রি দিনমান
সুরেশ করিছে তার সেবা,
তৃষার্ত্ত অধরে তার ঢালিছে সলিল ধার,
ব্যজন করিছে রাত্রি দিবা।
নিশীথে সে রুগ্ন-ঘরে, একটি শিলার পরে
দীপ-শিখা নিভ'নিভ' বায়ে,
জ্যোতি অতি ক্ষীণতর, দু পা হয়ে অগ্রসর,
অন্ধকারে যেতেছে হারায়ে।
আকুল নয়ন মেলি, কাতর নিশ্বাস ফেলি,
একটিও কথা না কহিয়া,
শিয়রের সন্নিধানে সুরেশ সে মুখ পানে
একদৃষ্টে রহিত চাহিয়া।
বিকারে ললিতা যত—বকিত পাগল মত,
ছট ফট করিত শয়নে—
ততই সুরেশ হিয়া—উঠিত গো ব্যাকুলিয়া,
অশ্রুধারা পূরিত নয়নে।
যখনি চেতনা পেয়ে—ললিতা উঠিত চেয়ে,
দেখিত সে শিয়রের কাছে
ম্লান-মুখ করি নত—নিস্তব্ধ ছবির মত
সুরেশ নীরবে বসি আছে।

মনে তার হত তবে, এ বুঝি দেবতা হবে,
অসহায়া অবলা বালারে
করুণা-কোমল প্রাণে, এ ঘোর বিজন স্থানে
রক্ষা করে নিশার আঁধারে।
অশ্রুধারা দরদরি কপোলে পড়িত ঝরি
সুরেশের ধরি হাত খানি
কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রাণে, আঁখি তুলি মুখ পানে
নীরবে কহিত কত বাণী!
রোগের অনল জ্বালা, সহিতে না পারি বালা
করিত সে এ-পাশ ও-পাশ,
হেরিয়ে করুণাময় সুরেশের আঁখিদ্বয়—
অনেক যাতনা হত হ্রাস।
ফল মূল অন্বেষণে—যুবা যবে যেত বনে
একেলা ঠেকিত ললিতার।
চাহিত উৎসুক-হিয়া প্রতি শব্দে চমকিয়া
সমীরণে নড়িলে দুয়ার।
বনে বনে বিহরিয়া—ফুল ফল আহরিয়া—
সুরেশ আসিত যবে ফিরে—
আঁখি পাতা বিমুদিত—অতি মৃদু উঠাইত
হাসিটি উঠিত ফুটি ধীরে।

দিন রাত্রি নাহি মানি—বনৌষধি তুলি আনি
সুরেশ করিছে সেবা তার।
রোগ চলি গেল ধীরে, বল ক্রমে পেলে ফিরে,
সুস্থ হল দেহ ললিতার।
রোগ-শয্যা তেয়াগিয়া—মুক্ত সমীরণে গিয়া,
মন-সুখে বনে বনে ফিরি,
পাখীর সঙ্গীত শুনি – সিন্ধুর তরঙ্গ গুণি,
জীবনে জীবন এল ফিরি।

চতুর্থ সর্গ।

বসন্ত-সমীর আসি, কাননের কানে কানে
প্রাণের উচ্ছ্বাস ঢালে নব যৌবনের গানে।
এক ঠাঁই পাশাপাশি, ফুটে ফুল রাশি রাশি—
গলাগলি ফুলে ফুলে, গায়ে গায়ে ঢলাঢলি।
খেলি প্রতি ফুল পরে, সুরভি-রাশির ভরে
শ্রান্ত সমীরণ পড়ে প্রতি পদে টলি টলি।
কোথায় ডাকিছে পাখী, খুঁজিয়া না পায় আঁখি
বনে বনে চারিদিকে হাসিরাশি বাদ্যগান।
দুরগম শৈল যত, ঢাকা লতা গুল্মে শত
তাদের হরিত্‌ হৃদে তিল মাত্র নাই স্থান।

ললিতার আঁখি হতে শুকায়েছে অশ্রুধার।
বসন্ত গীতের সাথে বাজিছে হৃদয় তার।
পুরাণো পল্লব ত্যজি নব-কিশলয়ে যথা
চারি দিকে বনে বনে সাজিয়াছে তরুলতা,—
তেমনি গো ললিতার হৃদয় লতাটি ঘিরে
নবীন হরিত-প্রেম বিকশিছে ধীরে ধীরে।
ললিতা সে সুরেশের হাতে হাত জড়াইয়া
বসন্ত হসিত বনে, ভ্রমিত হরষ মনে,
করুণ চরণক্ষেপে ফুল রাশি মাড়াইয়া।
একটি দুর্গম শৈল সাগরে পড়েছে ঝুঁকি
অতি ক্লেশে সেথা উঠি, বসিয়া রহিত দুটি,
সায়াহ্ন কিরণ, জলে করিত গো ঝিকিমিকি।
লহরীরা শৈল পরে, শৈবাল গুলির তরে
দিন রাত্রি খুদিতেছে নিকেতন শিলাসার।
ফুল-ভরা গুল্মগুলি, সলিলে পড়েছে ঝুলি
তরঙ্গের সাথে সাথে ওঠে পড়ে শতবার।
বিভলা মেদিনীবালা জোছনা মদিরা পানে
হাসিছে সরসীখানি কাননের মাঝখানে,
সুরেশ যতনে অতি বাঁধি তরুশাখা গুলি,
নৌকা নিরমিয়া এক সরসে দিয়াছে খুলি,—

চড়ি সে নৌকার পরে, জোৎস্না সুপ্ত সরোবরে
সুরেশ মনের সুখে ভ্রমিত গো ফিরি ফিরি,
ললিতা থাকিত শুয়ে—কোলে তার মাথা থুয়ে
কখন বা মধুমাখা গান গেয়ে ধীরি ধীরি।
কখন বা সায়াহ্নের বিষণ্ণ কিরণ-জালে,
অথবা জোছনা যবে কাঁপে বকুলের ডালে,
মৃদুমৃদু বসন্তের স্নিগ্ধ সমীরণ লাগি,
সহসা ললিতা-হৃদি আকুলি উঠিত যদি—
সহসা দুয়েক কথা স্মরণে উঠিত জাগি,—
সহসা একটি শ্বাস বাহিরিত আনমনে,
দুইটি অশ্রুর রেখা দেখা দিত দুনয়নে ;—
অমনি সুরেশ আসি ধরি তার মুখখানি,
কহিত করুণ স্বরে কত আদরের বাণী।
মুছাইত আঁখিধারা যতন করিয়া অতি,
শরত মেঘের মত হৃদয় আঁধার যত
মুহূর্ত্তে ছুটিত আর ফুটিত হাসির জ্যোতি।
অমনি সে সুরেশের কাঁধে মুখ লুকাইয়া
আধো কাঁদি আধো হাসি, হৃদয়ের ভার-রাশি
সোহাগের পারাবারে দিত সব বিসর্জ্জিয়া।

পঞ্চম সর্গ।

নারিকেল তরুকুঞ্জে বসিয়া দোঁহায়
একদা সেবিতেছিল প্রভাতের বায় ;—
সহসা দেখিল চাহি প্রাণপণে দাঁড় বাহি
তরণী আসিছে এক সে দ্বীপের পানে,
দেখিয়া দোঁহার হিয়া উঠিল গো উথলিয়া
বিস্ময় হরষ আর নাহি ধরে প্রাণে !
হরষে ভাবিল দোঁহে দেশে যাবে ফিরে
কুটীর বাঁধিবে এক, বিপাশার তীরে।
দুখ শোক ভুলি গিয়া—একত্রে দুইটি হিয়া
সুখে জীবনের পথে করিবে ভ্রমণ
একত্রে দেখিবে দোঁহে সুখের স্বপন।
উঠিল তরণী পরে, অনুকূল বায়ু ভরে
স্বদেশে করিল আগমন ;
বাঁধিয়া পরণ-শালা, না জানিয়া কোন জ্বালা
করিতেছে জীবন যাপন।
নির্ঝর কানন নদী, দ্বীপের কুটীর যদি
তাহাদের পড়িত স্মরণে

দুটিতে মগন হয়ে, অতীতের কথা লয়ে
ফুরাতে নারিত সারাক্ষণে।
আধ' ঘুমঘোরে প্রাতে, পল্লব-মর্ম্মর সাথে
শুনি বিপাশার কলস্বর—
স্বপনে হইত মনে, দূর সে দ্বীপের বনে
শুনিতেছে নির্ঝর ঝর্ঝর!
দ্বীপের কুটির খানি, কল্পনায় মনে আনি
ভাবিত সে শূন্য আছে পড়ি,
ভগ্ন ভিতে উঠে লতা, গৃহসর্জ্জা হেথা হোথা
প্রাঙ্গণে যেতেছে গড়াগড়ি;
হয় ত গো কাঁটা গাছে এতদিনে ঘিরিয়াছে
ললিতার সাধের কানন—
এত দিনে শাখা জুড়ি ফুটেছে মালতী কুঁড়ি
দেখিবার নাই কোন জন।
সেই যে শৈলেতে উঠি বসিয়া রহিত দুটী,
নারিকেল কুঞ্জটির কাছে—
চারিদিকে শিলা রাশি, ছড়াছড়ি পাশাপাশি
তাহারা তেমনি রহিয়াছে।
মজিয়া কল্পনা-মোহে, কত কি ভাবিত দোঁহে
মাঝে মাঝে উঠিত নিশ্বাস,

অতীত আসিত ফিরে, গায়ে যেন ধীরে ধীরে
লাগিত সে দ্বীপের বাতাস।
একদা চাঁদিনী রাতি, দুজনে প্রমোদে মাতি
গেছে এক বিজন কাননে—
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা, কহিতে কহিতে কথা
কতদূরে গেল আন্‌মনে।
সহসা সে বিভাবরী, আইল আঁধার করি—
গগনে উঠিল মেঘরাশি,
পথ নাহি দেখা যায়, ক্ষণে ক্ষণে ঝলকায়
বিদ্যুতের পরিহাস-হাসি।
প্রতি বজ্র গরজনে, ললিতা শঙ্কিত মনে
সুরেশে জড়ায় দৃঢ় তর।
অবসন্ন পদ তায়, প্রতি পদে বাধা পায়
তরাসেতে তনু থর থর।
ঝলিল বিদ্যুৎ-শিখা, ভগ্ন এক অট্টালিকা
অদূরেতে প্রকাশিল তথা—
কক্ষ এক হতে তার, মুমূর্ষু-আলোক ধার
কহে কি রহস্যময় কথা!
চলিল আলয় পানে, দোঁহে আশ্বাসিত প্রাণে
সহসা জাগিল নীরবতা,

উঠিল সঙ্গীত-স্বর, বালার হৃদয় পর
প্রবেশিল দু একটি কথা—
'পাগলিনী তোর লাগি কি আমি করিব বল্
কোথায় রাখিব তোরে খুঁজে না পাই ভূমণ্ডল।"
কাঁপিছে বালার বুক, নীল হয়ে গেছে মুখ,
কপোলে বহিছে ঘর্ম্ম জল—
ঘুরিছে মস্তক তার, চরণ চলে না আর,
শরীরে নাইক বিন্দু বল।
তবুও অবশ মনে অলক্ষিত আকর্ষণে
চলিল সে ভীষণ আলয়ে,
অঙ্গন হইয়া পার, খুলি এক জীর্ণ-দ্বার
গৃহে পদার্পিল ভয়ে ভয়ে।
ভগ্ন ইষ্টকের পরে, দীপ মিট্ মিট করে
বিদ্যুৎ ঝলকে বাতায়নে,
ভেদি গৃহ-ভিত্তি যত, বটমূল শত শত
হেথা হোথা পড়িছে নয়নে।
বিছানো শুকানো পাতা, শুয়ে আছে রাখি মাথা,
পুরুষ একটি শ্রান্ত-কায়,
অতি শীর্ণ দেহ তার এলোথেলো জটাভার,
মুখশ্রী বিবর্ণ অতি ভায়।

জ্যোতিহীন নেত্র তাঁর; পাতাটিও তুলিবার
নাই যেন আঁখির শকতি;
দ্বারে শুনি পদধ্বনি হৃদয়ে বিস্ময় গণি
তুলে মুখ ধীরে ধীরে অতি।

সহসা নয়নে তার জ্বলিল অনল,
সহসা মুহূর্ত্ত তরে দেহে এল বল।
"ললিতা" "ললিতা" বলি করিয়া চীৎকার—
দু-পা হয়ে অগ্রসর—কম্পবান কলেবর
শ্রান্ত হয়ে ভূমিতলে পড়িল আবার।
করুণ নয়নে অতি—ললিতা-মুখের প্রতি
অজিত রহিল স্তব্ধ একদৃষ্টে চাহি;
দীপশিখা অতি স্থির—স্তব্ধ গৃহ সুগভীর,
চারিদিকে একটুকু শাড়াশব্দ নাহি।
দুই হাতে আঁখি চাপি, থরথর কাঁপি কাঁপি
মূর্চ্ছিয়া ললিতা বালা পড়িল অমনি;
বাহিরে উঠিল ঝড়, গর্জ্জিল অশনি,
জীর্ণ গৃহ কাঁপাইয়া—ভগ্ন বাতায়ন দিয়া
প্রবেশিল বায়ূচ্ছাস গৃহের মাঝারে,
নিভিল প্রদীপ,—গৃহ পূরিল আঁধারে।

———

পথিক।

(প্রভাতে।)

উঠ, জাগ' তবে—উঠ', জাগ' সবে—
হের ওই হের, প্রভাত এসেছে
স্বরণ-বরণ গো!
নিশার ভীষণ প্রাচীর আঁধার
শতধা শতধা করিয়া বিদার—
তরুণ বিজয়ী তপন এসেছে
অরুণ চরণ গো!
মাথায় বিজয় কিরীট জ্বলিছে,
গলায় বিজয় কিরণ-মাল,
বিজয়-বিভায় উজলি উঠেছে,
বিজয়ী রবির তরুণ ভাল।
উষা নব-বধু দাঁড়াইয়া পাশে,
গরবে, সরমে, সোহাগে, উলাসে,
মৃদু মৃদু হেসে সারা হল বুঝি,
বুঝিবা সরম রহে না তার;
আঁখি দুটি নত, কপোলটি রাঙা,
পদতলে শুয়ে মেঘ ভাঙা ভাঙা,

অধর টুটিয়া পড়িছে ফুটিয়া
  হাসি সে বারণ সহে না আর!
এস' এস' তবে—ছুটে যাই সবে,
  কর' কর' তবে ত্বরা,
এমন বহিছে প্রভাত বাতাস,
  এমন হাসিছে ধরা।
সারা দেহে যেন অধীর পরাণ
  কাঁপিছে সঘনে গো,
অধীর চরণ উঠিতে চায়,
অধীর চরণ ছুটিতে চায়,
  অধীর হৃদয় মম
  প্রভাত বিহগ সম
নব নব গান গাহিতে গাহিতে,
অরুণের পানে চাহিতে চাহিতে
  উড়িবে গগনে গো!
ছুটে আয় তবে, ছুটে আয় সবে,
  অতি দূর—দূর যাব',
করতালি দিয়া সকলে মিলিয়া
  কত শত গান গাব!
কি গান গাইবে? কি গান,গাইব!

যাহা প্রাণ চায় তাহাই গাইব,
গাইব আমরা প্রভাতের গান,
হৃদয়ের গান,—জীবনের গান,
ছুটে আয় তবে—ছুটে আয় সবে
অতি দূর দূর যাব!
কোথায় যাইবে? কোথায় যাইব!
জানি না আমরা কোথায় যাইব,
সুমুখের পথ যেথা লয়ে যায়,
কুসুম কাননে, অচল শিখরে,
নিঝর যেথায় শত ধারে ঝরে,
মণি-মুকুতার বিরল গুহায়—
সুমুখের পথ যেথা ল'য়ে যায়!
দেখ—চেয়ে দেখ—পথ ঢাকা আছে
কুসুম রাশিতে রে,
কুসুম দলিয়া—যাইব চলিয়া
হাসিতে হাসিতে রে।
ফুলে কাঁটা আছে? কই! কাঁটা কই!
কাঁটা নাই—নাই—নাই,
এমন মধুর কুসুমেতে কাঁটা
কেমনে থাকিবে ভাই!

যদিও বা ফুলে কাঁটা থাকে ভুলে
তাহাতে কিসের ভয়।
ফুলেরি উপরে ফেলিব চরণ,
কাঁটার উপরে নয়।
ত্বরা কোরে আয় ত্বরা কোরে আয়,
যাই মোরা যাই চল।
নির্ঝর যেমন বহিয়া চলিছে
হরষেতে টলমল,
ন্যাচিছে, ছুটিছে, গাহিছে, খেলিছে,
শত আঁখি তার পুলকে জ্বলিছে,
দিন রাত নাই কেবলি চলিছে,
'হাসিতেছে খল খল!
তরুণ মনের উছাসে অধীর
ছুটেছে যেমন প্রভাত সমীর;
ছুটেছে কোথায়?—কে জানে কোথায়!
তেমনি তোরাও আয় ছুটে আয়,
তেমনি হাসিয়া—তেমনি খেলিয়া,
পুলক-উজ্জল নয়ন মেলিয়া,
হাতে হাতে বাঁধি করতালি দিয়া
গান গেয়ে যাই চল।

আমাদের কভু হবে না বিরহ,
এক সাথে মোরা রব' অহরহ,
'এক সাথে মোবা করিব গমন,
সারা পথ মোরা করিব ভ্রমণ,
বহিছে এমন প্রভাত পবন,
হাসিছে এমন ধরা !
যে যাইবি আয়—যে থাকিবি থাক্—
যে আসিবি—কর্ ত্বরা !

আমি যাব গো !—
প্রভাতের গান আর জীবনের গান
দেখি যদি পারি তবে আমি গাব গো,
আমি যাব গো !
যদিও শকতি নাই এ দীন চরণে আর,
যদিও নাইক জ্যোতি এ পোড়া নয়নে আর,
শরীর সাধিতে নারে মন মোর যাহা চায়—
শতবার আশা করি শতবার ভেঙ্গে যায়;
আমি যাব গো।
সারারাত ব'সে আছি আঁখি মোর অনিমেষ।
প্রাণের ভিতরদিকে চেয়ে দেখি অনিমিখে,

চারিদিকে যৌবনের ভগ্ন জীর্ণ অবশেষ।
ভগ্ন আশা—ভগ্ন সুখ—ধূলিমাখা জীর্ণ স্মৃতি।
সামান্য বায়ুর দাপে ভিত্তি থর থর কাঁপে;
একটি আধটি ইঁট খসিতেছে নিতি নিতি;
আমি যাব গো।
নবীন আশায় মাতি পথিকেরা যায়,
কত গান গায়!—
এ ভগ্ন প্রমোদালয়ে পশে সুর ভয়ে ভয়ে,
প্রতিধ্বনি মৃদুল জাগায়,
তা'রা ভগ্ন ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়ায়।
তখন নয়ন মুদি কত স্বপ্ন দেখি!
কত স্বপ্ন হায়।
কত দীপালোক—কত ফুল—কত পাখী।
কত সুধামাখা কথা, কত হাসিমাখা আঁখি।
কত পুরাতন স্বর কে জানে কাহারে ডাকে!
কত কচি হাত এসে খেলে এ পলিত কেশে,
কত কচি রাঙ্গা মুখ কপোলে কপোল রাখে!
কত স্বপ্ন হায়!
হৃদয় চমকি উঠি চারিদিকে চায়,
দেখেগো কঙ্কালরাশি হেথায় হোথায়!

সে দীপ নিভিয়া গেছে—
সে ফুল শুখায়ে গেছে—
সে পাখি মরিয়া গেছে—
সুধামাখা কথাগুলি চির তরে নীরবিত,
হাসিমাখা আঁখিগুলি চির তরে নিমীলিত।
আমি যাব গো!
দেখি যদি পারি তবে প্রভাতের গান
আমি গাব গো!
এ ভগ্ন বীণার তন্ত্রী ছিঁড়েছে সকল আর—
দুটি বুঝি বাকি আছে তার!
এখনো প্রভাতে যদি হরষিত প্রাণ
এ বীণা বাজাতে যাই—চমকি শুনিতে পাই
সহসা গাহিয়া উঠে যৌবনেরি গান
সেই দুটি তার।
টুটে গেছে ছিঁড়ে গেছে বাকী যত আর।
যুগ-যুগান্তের এই শুষ্ক জীর্ণ গাছে
দুটি শাখা আছে;
এখনো যদিগো শুনে বসন্ত পাখীর গীত,
এখনো পরশে যদি বসন্ত মলয় বায়,

দুচারিটি কিশলয়
এখনো বাহির হয়,
এখনো এ শুষ্ক শাখা হেসে উঠে মুকুলিত;
একটি ফুলের কুঁড়ি ফুটিয়া উঠিতে চায়,
ফুটো-ফুটো হয় যবে ঝরিয়া মরিয়া যায়।
এ ভগ্ন বীণার দুটি ছিন্নশেষ তারে
পরশ ক'রেছে আজি গো—
নব-যৌবনের গান ললিত রাগিণী
সহসা উঠেছে বাজি গো।—
এই ভগ্ন ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনি খেলা করে,
শ্মশানেতে হাসিমুখ শিশুটির প্রায়,
লইয়া মাথার খুলি, আধ-পোড়া অস্থিগুলি,
প্রমোদে ভস্মের পরে ছুটিয়া বেড়ায়।
তোমরা তরুণ পাখী উড়েছ প্রভাতে
সকলে মিলিয়া এক সাথে,
এ পাখী এ শুষ্ক শাখে একেলা কেমনে থাকে!
সাধ—তোমাদেরি সাথে যায়—
সাধ—তোমাদেরি গান গায়;
তরুণ কণ্ঠের সাথে এ পুরাণ' কণ্ঠ মোর
বাজিবে না সুরে?

না হয় নীরবে রব'—না হয় কথা না কব'
শুনিব তোদেরি গান এ শ্রবণ পূরে।
এই ছিন্ন জীর্ণ পাখা বিছায়ে গগনে
যাব প্রাণ পণে ;
পথমাঝে শ্রান্ত যদি হই অতিশয়
তবে—দিস্‌রে আশ্রয়।
পথে যে কণ্টক আছে কি ভাবিলি তার ?
কত শুষ্ক জলাশয়, কত মাঠ মরুময়,
পর্ব্বত-শিখর-শায়ী বিস্তৃত তুষার।
কত শত বক্রগতি নদী খরস্রোত অতি,
ঘুরিছে দারুণ বেগে আবর্ত্তের জল,
হা দুর্ব্বল তুই তার কি ভাবিলি বল ?—
ভাবিয়াত কাটায়েছি সারাটি জীবন,
ভাবিতে পারি না আর—জীবন দুর্ব্বহ ভার ;
সহিব এ পোড়াভালে যা আছে লিখন।
যদি প্রতি পদে পদে অদৃষ্টের কাঁটা বিঁধে,
প্রতি কাঁটা তুলে তুলে কত আর চলি!
না হয় চরণে বিঁধি মরিব গো জ্বলি।
আমি যাব গো।

(মধ্যাহ্ন।)

"আর কত দূর ?" "যত দূর হোক
ত্বরা চল সেই দেশ।
বিলম্ব হইলে আজিকার দিনে
এ যাত্রা হবে না শেষ।"
"এ শ্রান্ত চরণে বিঁধিয়াছে বড়
কণ্টক বিষম গো।"
"প্রখর তপন হানিছে কিরণ
অনলের সম গো।"
"ছি ছি ছি সামান্য শ্রমেতে কাতর
করিছ রোদন কেন !
ছি ছি ছি সামান্য ব্যথায় অধীর
শিশুর মতন হেন !"
"যাহা ভেবেছিনু সকাল বেলায়
কিছুই তাহা যে নয়।"
"তাহাই বোলে কি আধ'পথ হ'তে
ফিরে যেতে সাধ হয় ?"
"তবে চল যাই—যতদূর হোক
ত্বরা চল সেই দেশ—

বিলম্ব হইলে আজিকার দিনে
এ যাত্রা হবে না শেষ।"
"ব'ল দেখি তবে এই মরুময়
পথের কি শেষ আছে?
পাব কি আবার শ্যামল কানন,
ঘন ছায়াময় গাছে?"
"হয়ত বা পাবে—হয়ত পাবে না
হরত বা আছে—হয়ত নাই।"
"ওই যে সুদূরে দূর-দিগন্তরে
শ্যামল কানন দেখিতে পাই।"
"শ্যামল কানন—শ্যামল কানন—
ওই যে গো হেরি শ্যামল কানন—
চল, সবে চল, হসিত আনন,
চল ত্বরা চল—চলগো যাই!"
"ওযে মরীচিকা;"—"ও কি মরীচিকা?"
"মরীচিকা?" "তাই হবে!"
"বল, বল মোরে, এ দীর্ঘ পথের
শেষ কোন্ খানে তবে?"

অবশ চরণ হেন উঠিতে চাহেনা যেন—
পারি না বহিতে দেহ ভার।
এ পথের বাকী কত আর।
কেন চলিলাম ?
সে দিনের যত কথা কেন ভুলিলাম ?
ছেলেবেলা একদিন আমরাও চলেছিনু—
তরুণ আশায় মাতি আমরাও বলেছিনু—
"সারাপথ আমাদের হবে না বিরহ,
মোরা সবে এক সাথে রব অহরহ।"
অর্দ্ধ পথে না যাইতে যত বাল্য-সখা
কে কোথায় চলে গেল না পাইনু দেখা।
শ্রান্ত-পদে দীর্ঘ-পথ ভ্রমিলাম একা।
নিরাশা-পুরেতে গিয়া সে যাত্রা করেছি শেষ,
পুন কেন বাহিরিনু ভ্রমিতে নূতন দেশ ?
ভগ্ন-আশা ভিত্তি পরে নব-আশা কেন
গড়িতে গেলাম হায় উনমাদ হেন ?
আঁধার কবরে সেথা মৃত ঘটনার
কঙ্কাল আছিল পোড়ে, স্মৃতি নাম যার।
একদিন ছিল যাহা তাই সেথা আছে,
আর কভু হবে না যা' তাই সেথা আছে ;

এক দিন ফুটেছিল যে ফুল সকল
তারি শুষ্ক দল,
এক দিন যে পাদপ তুলেছিল মাথা—
তারি শুষ্ক পাতা,
এক দিন যে সঙ্গীত জাগাত রজনী
তারি প্রতিধ্বনি,
যে মঙ্গল ঘট ছিল দুয়ারের পাশ
তারি ভগ্ন রাশ।
সে প্রেত-ভূমিতে আমি ছিনু রাত্রি দিন
প্রেত-সহচর।
কেহবা সমুখে আসি দাঁড়ায়ে কাঁদিত
শীর্ণ-কলেবর।
কেহবা নীরবে আসি পাশেতে বসিয়া,
দিন নাই রাত্রি নাই—নয়নে পলক নাই—
শুধু ব'সে ছিল এই মুখেতে চাহিয়া।
সন্ধ্যা হলে শুইতাম—দীপহীন শূন্য ঘর ;
কেহ কাঁদে—কেহ হাসে—
কেহ পায়—কেহ পাশে—
কেহ বা শিওরে ব'সে শত প্রেত সহচর।
কেহ শত সঙ্গী লয়ে, আকাশ মাঝারে রোয়ে

ভাব-শূন্য স্তব্ধ মুখে করিত গো নেত্রপাত—
এমনি কাটিত দিন এমনি কাটিত রাত!
কেন হেন দেশ ত্যজি আইলাম হা—রে ?
ফুরাত জীবন-দিন চিন্তাহীন, ভয়হীন,
মরিয়া গো রহিতাম মৃত সে সংসারে,
মৃত আশা, মৃত সুখ, মৃতের মাঝারে।
আবার নূতন করি জীবনের খেলা
আরম্ভ করিতে কি গো সময় আমার ?
ফুরায়ে গিয়েছে যবে জীবনের বেলা
প্রভাতের অভিনয় সাজে কি গো আর ?
তবে কেন চলিলাম ?
সে দিনের যত কথা কেন ভুলিলাম ?
এখন ফিরিতে নারি, অতি দূর—দূর পথ,
সমুখে চলিতে নারি শ্রান্ত দেহ জড়বৎ।
হে তরুণ পান্থগণ, যেওনাকো' আর,
শ্রান্ত হইয়াছি বড় বসি একবার।
ছায়া নাই, জল নাই, সীমা দেখিতে না পাই
অতি দূর—দূর পথ—বসি একবার।

—*—

"আর কত দূর ?" "যত দূর হোক্,
ত্বরা চল সেই দেশ।
বিলম্ব হইলে আজিকার দিনে
এ যাত্রা হবে না শেষ।"
"কোথা এর শেষ ?" "যেথা হোক্‌নাক'
তবুও যাইতে হবে,
পথে কাঁটা আছে শুধু ফুল নহে
তাহাও জানিও সবে।
হয়ত যাইব কুসুম-কাননে,
হয়ত যাইব না ;
হয়ত পাইব পূর্ণ জলাশয়,
হয়ত পাইব না।
এ দূর পথের অতি শেষ সীমা
হয়ত দেখিতে পাব—
হয়ত পাব না, ভুলি যদি পথ
কে জানে কোথায় যাব !
শুনিলে সকল, এখন তোমরা
কে যাইবে মোর সাথ।
যে থাকিবে থাক, যে যাইবে এস—
ধর'সবে মোর হাত।

দিন যায় চোলে, সন্ধ্যা হলো বোলে,
অধিক সময় নাই,
বহুদূর পথ রহিয়াছে বাকী,
চল ত্বরা কোরে যাই।"
"ওপথে যাব না, মিছা সব আশা,
হইব উত্তর গামী।"
"দক্ষিণে যাইব" "পশ্চিমে যাইব"
"পূরুবে যাইব আমি।"
"যে যাইবে যাও, যে আসিবে এস,
চল ত্বরা করে যাই।
দিন যায় চোলে, সন্ধ্যা হল বোলে,
অধিক সময় নাই।"

যেওনা ফেলিয়া মোরে, যেওনাকো আর ;
মুহূর্ত্তের তরে হেথা বসি একবার।
ছায়া নাই, জল নাই, সীমা দেখিতে না পাই
যেওনা, বড়ই শ্রান্ত এ দেহ আমার।

"চলিলাম তবে, দিন যায় যায়,
হইনু উত্তর গামী।"

"দক্ষিণে চলিনু" "পশ্চিমে চলিনু"
"পূরবে চলিনু আমি।"
"যে থাকিবে থাক,' "যে আসিবে এস,'
মোরা ত্বরা করে যাই।
দিন যায় চলে, সন্ধ্যা হোল বোলে,
অধিক সময় নাই।"

হাসিতে হাসিতে প্রাতে আইনু, সবার সাথে,
সায়াহ্নে সকলে তেয়াগিল।
দক্ষিণে কেহ বা যায়, পশ্চিমে কেহ বা যায়,
কেহ বা উত্তরে চলি গেল।
চৌদিকে অসীম মরু, নাই তৃণ, নাই তরু,
দারুণ নিস্তব্ধ চারিধার,
পথ ঘোর জনহীন, মরিয়া যেতেছে দিন,
চুপি চুপি আসিছে আঁধার।
অনল-উত্তপ্ত ভুঁয়ে নিস্পন্দ রয়েছি শুয়ে,
অনাবৃত মাথার উপর।
সঘনে ঘুরিছে মাথা, মুদে আসে আঁখি পাতা,
অসাড় দুর্ব্বল কলেবর।
কেন চলিলাম ?

সহসা কি মদে মাতি আপনারে ভুলিলাম ?
দক্ষিণা-বাতাস বহা ফুরায়েছে এ জীবনে,
হৃদয়ে উত্তর বায় করিতেছে হায় হায়—
আমি কেন আইলাম বসন্তের উপবনে ?
জানিস্ কি হৃদয় রে, শীতের সমাধি পরে
বসন্তের কুসুম শয়ন ?
অরুণ-কিরণ-ময় নিশার চিতায় হয়
প্রভাতের নয়ন মেলন?
যৌবন বীণার মাঝে আমি কেন থাকি আর,
মলিন, কলঙ্ক-ধরা একটি বেসুরা তার !
কেন আর থাকি আমি যৌবনের ছন্দ মাঝে
নিরর্থ অমিল এক কানেতে কঠোর বাজে।
আমার আরেক ছন্দ, আমার আরেক বীণ,
সেই ছন্দে এক গান বাজিতেছে নিশি দিন।
সন্ধ্যার আঁধার আর শীতের বাতাসে মিলি
সে ছন্দ হয়েছে গাঁথা মরণ কবির হাতে ;
সেই ছন্দ ধ্বনিতেছে হৃদয়ের নিরিবিলি,
সেই ছন্দ লিখা আছে হৃদয়ের পাতে পাতে !
তবে কেন চলিলাম ?
সহসা কি মদে মাতি আপনারে ভুলিলাম !

তবে যত দিন বাঁচি রহিব হেথায় পড়ি;
এক পদ উঠিবনা মরি ত হেথায় মরি।
প্রভাতে উঠিবে রবি, নিশীথে উঠিবে তারা,
পড়িবে মাথার পরে রবিকর বৃষ্টিধারা।
হেথা হতে উঠিব না, মৌনব্রত টুটিব না,
চরণ অচল রবে, অচল পাষাণ পারা।
দেখিস্, প্রভাত কাল হইবে যখন,
তরুণ পথিক দল করি হর্ষ-কোলাহল
সমুখের পথ দিয়া করিবে গমন,
আবার নাচিয়া যেন উঠেনারে মন!
উল্লাসে অধীর-হিয়া দুখ শ্রান্তি ভুলি গিয়া
আর উঠিস্‌না কভু করিতে ভ্রমণ।
প্রভাতের মুখ দেখি উনমাদ হেন
ভুলিস্‌নে—ভুলিস্‌নে—সায়াহ্নের যেন!

ভ্রম সংশোধন।

ভ্রমবশতঃ ছিন্ন লতিকা দুইবার ছাপা হইয়াছে।